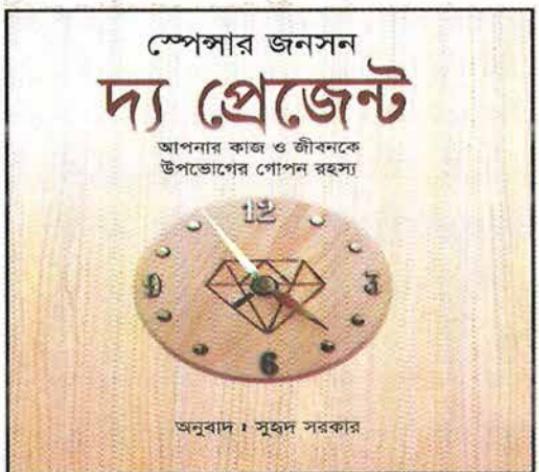


স্পেসার জনসন  
দ্য প্রেজেন্ট

আপনার কাজ ও জীবনকে  
উপভোগের গোপন রহস্য



অনুবাদ | সুহুদ সরকার



ইংরেজ Present শব্দটির দুটি অর্থ:  
বর্তমান এবং উপহার। বর্তমান সময় যে  
আমাদের জন্য এক বিশেষ উপহার সেটি  
উপলব্ধি করতে পারাই জীবনকে  
উপভোগের গোপন রহস্য। কিন্তু কীভাবে  
উপভোগ করবেন বর্তমানকে? বর্তমানই কি  
সব? অতীত আর ভবিষ্যৎকে কোথায়  
পাঠাবেন? অতীতের কথা কি পুরোটাই  
ভুলে যাবেন? একটুও কি চিন্তা করবেন না  
ভবিষ্যতের কথা? নাকি সম্ভব ভবিষ্যৎকে  
পুরোটাই ভুলে থাকা? অতীত আর ভবিষ্যৎ  
ভুলে থেকে কেবল বর্তমানে বাঁচলেই  
উপভোগ করা যাবে জীবন? বর্তমানের  
কাজের অনুপ্রেরণা আসবে কোথা থেকে  
যদি না ভবিষ্যতের কথা ভাবি, কিংবা শিক্ষা  
নিই অতীত থেকে? এসবের উত্তর পাবেন  
এই বইয়ে।

(পরবর্তী ফ্ল্যাপ)

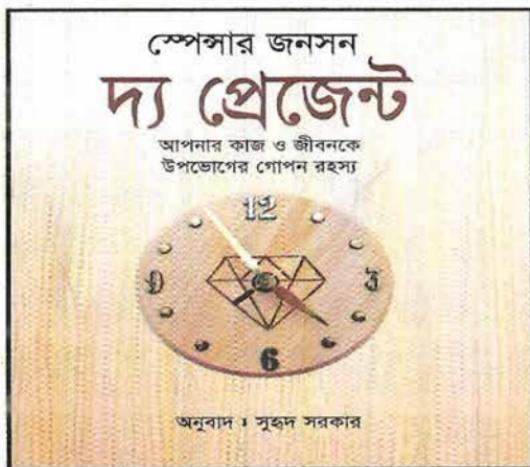
বর্তমান হলো সবচেয়ে উত্তম উপহার যা আপনি নিজেই নিজেকে দিতে পারেন এবং যা আপনাকে সুখী ও সফল করে তুলতে পারে। এই সুখ ও সাফল্য হতে পারে:

- মনের প্রশান্তি ফিরে পাওয়া ও প্রাণপ্রাচৰ্য অনুভব করা; কিংবা
- আরো বেশি উৎপাদনশীল ও সম্মিলিত হওয়া; কিংবা

আপনার ও যাদের সাথে কাজ করেন কিংবা জীবনযাপন করেন তাদের নিকট কোনটি গুরুত্বপূর্ণ তা খুঁজে পাওয়া।

দ্য প্রেজেন্ট আপনাকে সাহায্য করবে আপনার জীবন ও কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি খুঁজে পেতে।

[www.BanglaBook.org](http://www.BanglaBook.org)



স্পেন্সার জনসন

# দ্য প্রেজেন্ট

কাজ ও জীবনকে উপভোগ করার গোপন  
রহস্য

অনুবাদ

সুহৃদ সরকার

 The Online Library of Bangla Books  
**BanglaBook.org**



জ্ঞানকোষ প্রকাশনী

৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৭১১০৩৪৭, ৫৮৬১১৩০১

দ্য প্রেজেন্ট  
মূল: স্পেন্সার জনসন / অনুবাদ: সুহৃদ সরকার

অনুবাদস্বত্ত্ব © শারমিন সরকার

প্রথম প্রকাশ  
ফেব্রুয়ারি ২০১৮

প্রকাশক  
শাহীদ হাসান তরফদার  
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ৩৮/২- ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০  
ফোন: ৮৭১১০৩৪৭, ৫৮৬১১৩০১

প্রচ্ছদ  
অরূপ মান্দী

মুদ্রণ  
নোভা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স  
১৫/বি মিরপুর রোড, ঢাকা

মূল্য  
৮ ১৫০.০০

রকমারি.কম থেকে বই অর্ডার করতে ভিজিট করুন:  
<https://www.rokomari.com/book/publisher/16/>

The Present (translation of the book titled *The Present* by Spencer Jhonson). Translated by Suhreed Sarkar. Published by Shaheed Hasan Tarafder, Gyankosh Prokashani, 38/2-Ka Banglabazar, Dhaka 1100  
Price Tk. 150.00

উৎসর্গ

শুচি সৈয়দ,  
সুজনেমু

## অনুবাদকের কথা

জীবনে সাফল্যের জন্য চাই কাজকে উপভোগ করা, বর্তমানকে উপভোগ করা, প্রশান্তি থাকা। শুধু অর্থ কিংবা অর্জন দিতে পারে না প্রশান্তি; আর প্রশান্তি না থাকলে সে জীবন উপভোগ করা যায় না। কিন্তু আমাদের জীবনে অর্থবিত্তের আবির্ভাবের সাথে সাথে, বেশি বেশি কর্মব্যস্ততার সাথে প্রশান্তি উধাও হতে থাকে। এর কারণ আমরা বর্তমানে যা আছে তা উপভোগ করি না, যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হই না। বস্তুত বেশিরভাগ সময়ই আমরা যে কাজ করি সেটিকে দেখি প্রস্তুতি হিসেবে, ভাবি আরো অর্থ উপার্জন করলে, গাড়ি-বাড়ি- ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স সব হলে তখন জীবনকে উপভোগ করব। আর এটি করতে গিয়ে আমরা উদ্বেগ- উৎকংগ্রায় দিন কাটাই। অতীতে কী করতে পারতাম, আর সেটি করলে কত লাভবান হতাম সেই আক্ষেপে দিন কাটাই; নয়ত ভবিষ্যতে কি হবে না হবে সেই দৃশ্যস্তা নিয়ে সময় পার করি। এই অতীত কিংবা ভবিষ্যতে বাস করার ফলে বর্তমানকে উপভোগ করতে পারি না। অথচ জীবন হলো বর্তমান মুহূর্তসমূহের সমষ্টি মাত্র। যা কিছু করি না কেন তা করার একমাত্র সময় হলো বর্তমান। আমরা অতীতে কিছু করতে পারি না, পারি না কিছু করতে ভবিষ্যতেও। বর্তমানে যে কাজ করি সেটিই হবে অতীত, আবার বর্তমানের কাজই গড়বে ভবিষ্যৎ। তাই জরুরী হলো বর্তমানে মনোনিবেশ করা। একাহিনীই বলা হয়েছে এই বিখ্যাত গ্রন্থে।

কীভাবে বর্তমানে থাকা যায়, বর্তমানকে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করা যায় এবং সেখান থেকে লাভবান হওয়া যায় তাই জানা যাবে এখানে। সেইসাথে জানা যাবে বর্তমানে কাজ করার সময় আমরা কীভাবে অতীত থেকে শিক্ষা নিতে পারি এবং অতীতের আক্ষেপসমূহকে ভুলে যেতে পারি। তেমনি বর্তমানে কাজ করে কীভাবে আমরা ভবিষ্যৎ তৈরি করতে পারি তাও জানা যাবে এখানে।

মূলত বর্তমান মুহূর্তই হলো আমাদের জন্য এক মহামূল্যবান উপহার। বর্তমান আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি, জীবনকে উপভোগ করতে হলে মনোযোগ দিতে হবে এই বর্তমানে; কাজে সফল হতে হলে মনোযোগ দিতে হবে এই বর্তমানে; সুন্দর ভবিষ্যৎ চাইলে মনোযোগ দিতে হবে এই

বর্তমানে, কাজ করতে হবে এই বর্তমানে। জীবন ও কাজকে উপভোগ করার  
এটিই মূলমন্ত্র।

এটি বহু পরীক্ষিত উপায়, বিভিন্ন মানুষের জীবনকে বদলিয়ে দিয়েছে এই  
ধারণা। আপনার জীবনকেও বদলাতে পারে এই নীতির প্রয়োগ। জানুন  
বর্তমানের শক্তি, কাজে লাগান বর্তমানকে, বাঁচুন বর্তমানে। বর্তমানে বেঁচে  
উপভোগ করুন জীবনকে, কাজকে – আর এগিয়ে যান সাফল্যের দিকে।

সুহৃদ সরকার

ঢাকা

*suhreedsarkar@gmail.com*

# সূচিপত্র

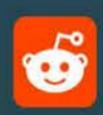
গল্পের শুরুতে.....	৯
উপহারের গল্প.....	১৩
বর্তমানে বাঁচা.....	২৭
শেখা.....	৩৬
তৈরি করা.....	৪৩
গল্পের পর .....	৬১
লেখক সম্পর্কে .....	৭৩



বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পূর্বান  
বাংলা বই এর পিডিএফ  
ডাউনলোড করার জন্য  
আমাদের ওয়েবসাইটে  
**(BANGLABOOK.ORG)**  
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :



## গল্পের শুরুতে

পড়স্ত বিকেলে বিল গ্রিন একটি ফোন কল পেল লিজ এর কাছ থেকে।  
লিজ একসময় কাজ করত বিলের সাথে।

লিজ শুনেছে বিল সম্প্রতি অনেক সফল হয়েছে, আর তাই সরাসরি চলে  
গেল সে বিষয়ে। “আমি কি তোমার সাথে দেখা করতে পারি শীত্রাই?”,  
জিঞ্জেস করল লিজ। বিলের মনে হলো লিজের কষ্টস্বরে একটা বেদনার  
ছায়া আছে।

বিল হ্যাঁ বলল এবং তার কাজের তালিকায় পরিবর্তন আনল যাতে পরের  
দিনই তারা মধ্যাহ্নভোজে দেখা করতে পারে। বিল রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করার  
সময় লক্ষ্য করল লিজকে অনেক ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

কিছু খুচরো আলাপ শেষে খাবারের অর্ডার দেয়ার পর লিজ বলল,  
“আমি এখন হ্যারিসনের পোস্টে কাজ করি।”

“অভিনন্দন, বলল বিল। “তোমার পদোন্নতিতে আমি মোটেই অবাক  
নই।”

“ধন্যবাদ, কিন্তু সমস্যাগুলো জমতেই আছে,” বলল লিজ।

“তুমি যখন আমাদের সাথে ছিলে সে সময়ের চেয়ে এখন অনেক  
পরিবর্তন এসেছে। এখন আমাদের অফিসে লোকসংখ্যা কমে গেছে, কিন্তু  
কাজ বেড়েছে। সব কাজ শেষ করার চেষ্টাই বৃথা।”

“আমি আর কাজ উপভোগ করছি না, আমার এই জীবনও আমার মতো  
করে উপভোগ করতে পারছি না।”

“তবে যাই বলো, বিল, প্রসঙ্গ বদলাল লিজ, “তোমাকে কিন্তু দারণ  
দেখাচ্ছি।”

“আমি সত্যিই ভালো আছি,” বলল বিল। ‘আমি আমার কাজ ও জীবনকে  
উপভোগ করছি! এটা আমার জন্য সত্যিই এক বড় পরিবর্তন।’

“তাই নাকি?” বলল লিজ। “তোমার কাজ কিম্বদলে গেছে?”

বিল হেসে উঠল। ‘না, কাজ বদলে নি, কিন্তু মনে হচ্ছে কিছু একটা  
বদলেছে। এর সবই ঘটেছে বছর খানেক আগে।’

‘ব্যাপারটা কি বলবে?’ জানতে চাইল লিজ।

বিল বলল, “তোমার কি মনে আছে আমি নিজেকে কতটা চাপের মধ্যে  
রাখতাম এবং সবকিছু শেষ করার জন্য কতটা চেষ্টা করতাম? আর  
আমাদের কাজগুলি শেষ হতে কত সময় ও চেষ্টা দরকার হতো?”

লিজ হাসল, “বেশ মনে আছে সেসব।”

বিল হাসল, মনে হলো তার পুরনো আচরণে সে নিজেই লজ্জিত। ‘হ্যাঁ,  
আমি নতুন কিছু শিখেছি। আমার ডিপার্টমেন্টের আরো কিছু লোকও  
শিখেছে। আমরা তাই ভালো ফল পাচ্ছি, দ্রুত অনেক কিছুই করতে পারছি  
মানসিক চাপ ছাড়া।’

‘আর তার সাথে যোগ করতে হয়, আমি জীবনকে আরো বেশি  
উপভোগ করতে পারছি।’

‘কী ঘটেছে?’ জানতে চাইল লিজ।

‘তোমাকে বললে হয়ত তোমার বিশ্বাস হবে না!’

‘বলেই দেখো না,’ বলল লিজ।

একটু থামল বিল, তারপর বলল, ‘আমি আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে  
একটি গল্প শুনেছি। পরে মনে হলো এটি একটি বিশাল উপহার। আসলে  
এই গল্পটার নাম দ্য প্রেজেন্ট- মানে উপহার।’

‘কী সম্পর্কে এই গল্প?’ জানতে চাইল লিজ।

‘এটা এক তরুণ সম্পর্কে গল্প যে প্রতিদিন তার কাজ ও জীবনকে  
উপভোগ করার পথ খুঁজে পায়।’

‘প্রতিদিন?’ জিজ্ঞেস করল লিজ।

‘হ্যাঁ, প্রতিদিন। সেটিই এই গল্পের উপজীব্য।

‘গল্পটা শোনার পর আমি অনেক ভেবেছি। চিন্তা করে দেখেছি এখান  
থেকে আমি কীভাবে উপকৃত হতে পারি। এই গল্প থেকে যা শিখেছি তা  
প্রয়োগ করা শুরু করি; প্রথমে কর্মক্ষেত্রে, তারপর ব্যক্তিগত জীবনে। এটি  
আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে, আর অল্পদিনের মধ্যেই অন্যরাও সেটি  
লক্ষ্য করেছে।

‘গল্পের সেই তরঙ্গের মতোই আমিও এখন শুনো, আর কাজ করছি  
আগের চেয়ে অনেক ভালো।’

‘কীভাবে?’ জানতে চাইল লিজ। ‘ঠিক কী করছ তুমি?’

‘সত্ত্বি বলতে কি, এখন আমি যা করছি তাতে অনেক বেশি মনোসংযোগ করতে পারি। কী ঘটছে তা থেকে আমি এখন শিখতে পারি, আর আরো ভালো পরিকল্পনা করতে পারি। আমি এখন আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহে মনোসংযোগ করতে পারি এবং সেগুলি শেষ করতে পারি, বাড়তি কোনো সময় ব্যয় না করেই।’

‘তুমি এর সবটাই পেলে কেবল সেই একটা গল্প থেকে?’ অবাক হলো লিজ।

‘তা বটে, সেটিই আমি পেয়েছি এই গল্প থেকে। অন্যরা এই গল্প থেকে হয়তো অন্য কিছু পাবে, এটা নির্ভর করবে তারা এখন কোন অবস্থায় আছে, আর তারা কী চায় তার উপর। আবার এমনও হতে পারে কেউ কেউ এর থেকে কিছুই শিখবে না।’

‘এই গল্প একটা বাস্তব ধাঁধাঁ, বলল বিল। ‘তাই বলতে হয় এই গল্পের মাঝে কী আছে সেটি বড় নয়, বরং তুমি এই গল্প থেকে কী নিতে পারো আর সেটিকে কীভাবে কাজে লাগাও সেটিই গুরুত্বপূর্ণ।’

লিজ জানতে চাইল, ‘তুমি কী আমাকে গল্পটা বলতে পারো?’

বিল তার পানীয়তে চুমুক দিল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, ‘লিজ, গল্পটা বলতে আমার একটু দ্বিধা হচ্ছে। কারণ আমি জানি তুমি খুবই সংশয়ী, সবকিছু সহজে বিশ্বাস করো না। আমার এই গল্পটা শুনে হয়তো এক কথায় বাতিল করে দেবে।’

একথা শুনে লিজ কোনো প্রতিবাদ করল না। সে স্বীকার করল যে সে বড় চাপের মধ্যে আছে, কাজের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত জীবনেও। আর এখানে লাঞ্ছে এসেছে কিছু সাহায্য পাওয়ার জন্য।

বিলের তখন মনে পড়ল টেলিফোনে লিজের অনুরোধ শুনে এবুকম্ভেই মনে হয়েছিল।

লিজ বলল, ‘সত্ত্বাই আমি গল্পটি শুনতে চাই।’

বিল সবসময়ই লিজকে পছন্দ করে এসেছে, তাঁর জন্য যথেষ্ট শ্রদ্ধাও আছে। তাই সে বলল, ‘আমি সানন্দে গল্পটা ব্রহ্মকী তবে এটি থেকে তুমি কী পাবে এবং সেটিকে তুমি কীভাবে ব্যবহার করবে তা পুরোটাই তোমার ব্যাপার।

‘আর, বলে চলল বিল, ‘যদি এটি থেকে তুমি কোনো উপকার পাও তাহলে এটি অন্যদেরকেও বলবে।’

লিজ রাজি হলো। বিল বলে চলল, “এই গল্পটা প্রথম শোনার পর আমার মনে হয়েছিল যে বর্তমানে এটির মাঝে যা পাছ্ছি তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু পাওয়ার আছে এই গল্প থেকে।

‘আমি এই গল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে নিজের জন্য কিছু নোট রাখতে শুরু করি যা আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করেছে। এগুলি আমার জন্য কাজে দিয়েছে, পরবর্তীতে মনে করতে পেরেছি গল্পের সারকথা।’

লিজ একটু অবাকাই হলো, সত্যিই সে এই গল্প থেকে কী পেতে চলেছে। সে একটা নোটপ্যাড হাতে নিল, তারপর বলল, ‘আমি শোনার জন্য প্রস্তুত।’

বিল তখন সেই গল্প বলতে শুরু করল যার নাম দ্য প্রেজেন্ট।

## উপহারের গল্প

এক ছিল বালক, যে নিয়মিত গল্প শুনত এক জ্ঞানী বৃন্দের কাছে, আর এভাবেই সে জানতে শুরু করে বিশেষ উপহার সম্পর্কে।

সেই বৃন্দ আর বালক দুজন দুজনকে চেনে প্রায় বছরখানেক হলো, আর এই সময়ে তারা পরস্পরের সাথে কথা বলা উপভোগ করেছে।

একদিন বৃন্দ বললেন, “এটিকে বিশেষ উপহার বলা হয় কারণ তুমি যত উপহারই পাও না কেন তার মধ্যে এটিই হলো সবচেয়ে দামী উপহার।”

“কেন এটি এত মূল্যবান?” জানতে চাইল বালক।

বৃন্দ ব্যাখ্যা করলেন, ‘কারণ তুমি যখন এই উপহার পাবে তখন সবকিছু আরো বেশি উপভোগ করতে পারবে, সেইসাথে প্রতিদিন যা করো তা আরো ভালোভাবে করতে থাকবে।’

‘বাহ!’ ছেট বালক অবাক হলো, যদিও বুঝল না পুরোটা। ‘আশা করি কেউ আমাকে একদিন এই উপহার দেবে। মনে হয় আমার জন্মদিনে আমি এটি পাবো।’

বালক দৌড়ে চলে গেল খেলতে।

বৃন্দ মুচকি হাসলেন।

তিনি ভাবলেন এই বালকের কত জন্মদিনই না চলে যাবে এই উপহারকে বুঝতে।

আশেপাশে বালকের খেলা দেখতে পছন্দই করতেন এই বৃন্দ।

তিনি দেখলেন পাশের একটি গাছ থেকে হাসিমুখে মাথা দোলাচ্ছে সেই বালক, তাঁর দিকে তাকিয়েই।

বালকটি খুশি ছিল আর পুরোটাই ডুবে ছিল যা করছিল তার মধ্যে। তাকে দেখে যে কারোরই আনন্দ হওয়ার কথা।

বালকটি বড় হতে থাকল, আর বৃন্দ দেখতে থাকলে সে কীভাবে কাজ করে।

কোনো কোনো শনিবার সকালে তিনি দেখতেন সেই বালক তার উঠানের ঘাস কাটছে।

সে কাজ করতে করতে শিস বাজাচ্ছে। সে যাই করুক না কেন তাকে বেশ সুখী মনে হতো।

এক সকালে সেই বালক বৃন্দকে দেখতে পেল এবং তার মনে পড়ল বৃন্দের বলা সেই বিশেষ উপহারের কথা।

বালক এখন বিভিন্ন উপহার সম্পর্কে জানে, যেমন সে তার জন্মদিনে উপহার পেয়েছে সাইকেল, আর ক্রিসমাসের সময় গাছের নিচে যেসব উপহার জমা হয় সেগুলি সম্পর্কেও সে জানে।

তারপরও বেশ চিন্তা করে সে উপলক্ষ্মি করল যে এসব উপহার পাওয়ার আনন্দ বেশিদিন থাকে না।

সে অবাক হলো, ‘বিশেষ উপহার এ এমন কী আছে?

‘সেটিতে এমন কী আছে যা অন্য সব উপহারের চেয়ে ভিন্ন?’

‘এমন কী আছে যা আমাকে আরো সুখী করতে পারে, আমার কাজকে আরো ভালো করতে পারে?’

তার প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য সে রাস্তা পেরিয়ে বৃন্দের কাছে গেল।

ছোট বালকের মতো সে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার সেই বিশেষ উপহার কি কোনো যাদুর কাঠি যা আমি যা চাইব তাই দিতে পারবে, আমার ইচ্ছে পূরণ করতে পারবে?’

‘না,’ হাসতে হাসতে বললেন বৃন্দ। ‘এই উপহার কোনো যাদুর কাঠি নয়, ইচ্ছেপূরণ মন্ত্রও নয়।’

বৃন্দের উত্তরে অনিচ্ছিত হয়ে বালক আবার ফিরে এল উঠানের ঘাস কাটায়। মনের মধ্যে তখনও ঘুরছে সেই বিশেষ উপহারের কথা।

বালক আরো বড় হলো, তার চিন্তায় তখনও সেই বিশেষ উপহারটো এটি যদি ইচ্ছেপূরণের মন্ত্রের মতো কিছু না হয় তাহলে এটি কি এমন যাঁতে করে বিশেষ কোনো স্থানে যাওয়া যায়?

এটি কি বিদেশ ভ্রমণে যাওয়া, যেখানে সবকিছু ভিন্নমুক্ত দেখা যাবে, সব ভিন্নরকম বোধ হবে: মানুষ, পোশাক, ভাষা, বাসস্থান এমনকি টাকাপয়সাও ভিন্নরকম হবে? কীভাবে সে যাবে সেখানে?

সে আবার দেখা করতে গেল বৃন্দের কাছে।

‘এই উপহার কি একটা টাইম মেশিন যার মাধ্যমে আমি যেখানে খুশি যেতে পারি?’ জিজ্ঞেস করল সে।

“না,” বৃন্দ জবাব দিল। “তুমি যখন এই উপহার গ্রহণ করবে তখন কখনই অন্য কোনোস্থানে যাওয়ার স্বপ্ন দেখবে না।”

সময় বয়ে চলল। বালক আরো বড় হলো। এখন সে উঠতি বয়সের যুবক।

সে আরো বেশি অত্প্রত্যন্ত হতে থাকল। সে ভেবে এসেছে বড় হয়ে সে সবকিছু আরো বেশি উপভোগ করবে, কিন্তু বাস্তবে দেখতে পাচ্ছে সবকিছু জটিল হয়ে উঠছে - তার এখন সবকিছু আরো বেশি দরকার মনে হচ্ছে - আরো বেশি বক্সু, বেশি জিনিস, বেশি উত্তেজনা।

এই অধৈর্য্য নিয়ে সে স্বপ্ন দেখতে থাকল এই পৃথিবী তাকে কী দেবে তাই নিয়ে। তার বৃদ্ধের কথা মনে পড়ল। সেই উপহারের কথা মনে পড়ল। আর সেই উপহার তাকে কত কিছুই না দেবে এই স্বপ্নে বিভোর হলো।

সে আবার বৃদ্ধের কাছে গেল এবং জিজ্ঞেস করল, “এই উপহার কি এমন কিছু যা আমাকে ধনী করবে?”

“হ্যাঁ, একভাবে এটি তা করতে পারে,” বললেন বৃন্দ। “এই উপহার তোমাকে অনেকভাবে ধনী করতে পারে। তবে এর প্রকৃত মূল্য শুধু টাকা কিংবা সোনায় মাপা যাবে না।”

উঠতি বয়সী যুবক এবার বিভ্রান্ত হলো।

‘আপনি আমাকে আগে বলেছিলেন যে যখন আমি এটি পাবো তখন জীবনকে আরো বেশি উপভোগ করতে পারব।’

“হ্যাঁ,” বললেন বৃন্দ। “সেই সাথে তুমি আরো কার্যকর হবে, তুমি কাজ করবে আনন্দের সাথে, কাজকে উপভোগ করবে; তোমার সবকিছু<sup>ও</sup> তখন আরো ভালো হতে থাকবে, আর সেটিই তোমাকে সফল করবে।”

‘আরো সফল হবো বলতে আপনি ঠিক কী বোঝাচ্ছন?’ জানতে চাইল যুবক।

‘আরো সফল হওয়া মানে তোমার যা দরকার আর আরো বেশি করে পাওয়া, যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ মনে করো তুমি,’ বললেন বৃন্দ।

‘তাহলে, আমাকেই ঠিক করতে হবে আমার জন্য সাফল্য কী?’ জানতে চাইল নবীন যুবক।

‘হ্যাঁ, আমরা সবাই তাই করি,’ বললেন বৃন্দ। ‘আর জীবনের বিভিন্ন সময়ে আমরা সাফল্যের সংজ্ঞা বদলাতে পারি।’

‘তোমার জন্য এখন সাফল্য হতে পারে তোমার পিতামাতার সাথে ভালো সম্পর্ক, লেখাপড়ায় ভালো ফল, খেলাধুলায় ভালো করা, স্কুলের পর একটা পার্ট-টাইম জব, আর সেই কাজটি ভালোভাবে করার জন্য বেতনবৃদ্ধি।

‘পরে গিয়ে সাফল্য হতে পারে আরো বেশি উৎপাদনশীল হওয়া, সমৃদ্ধিশালী হওয়া, কিংবা প্রশান্তি অনুভব করা, যাই ঘটুক না কেন নিজের সম্পর্কে ভালো বোধ করা। এটি এক বিশেষ ধরনের সাফল্য।’

‘আপনার জন্য সাফল্য কী?’ জানতে চাইল তরুণ।

হেসে উঠলেন বৃন্দ। ‘জীবনের এই পর্যায়ে এসে আমর চাওয়া হলো আরো বেশি করে হাসা, আরো গভীরভাবে ভালোবাসা, আরো বেশি মানুষের কাজে লাগা।’

তরুণ বলল, ‘আর আপনি বলছেন সেই উপহার আপনাকে এসব পেতে সাহায্য করছে?’

‘অবশ্যই!’ বলে উঠলেন বৃন্দ।

‘ঠিক আছে, আমি কাউকে এরকম কোনো উপভূতিরের কথা বলতে শুনিনি। আমি ভাবতে শুরু করেছি এরকম কোনো উপভূতির নেই।’

বৃন্দ বললেন, ‘এটি অবশ্যই আছে। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি তুমি সেটি মোটেও বুঝতে পারছ না।’

তুমি ইতোমধ্যেই জানো  
এই উপহারটা কী

তুমি ইতোমধ্যেই জানো  
কোথায় পাওয়া যায় এই উপহার

এবং তুমি অবশ্যই জানো  
এটি কীভাবে তোমাকে  
আরো সুখী, আরো সফল  
করতে পারে

তুমি যখন আরো ছোট ছিলে  
তখন এটি আরো ভালো করে জানতে

## তুমি এখন ভুলে গেছো মাত্র

বৃদ্ধ বললেন, “আচ্ছা বলো, তুমি যখন আরো ছোট ছিলে, যখন তুমি  
উঠানের ঘাস কাটতে তখনকার সময়টা ভালো ছিলো নাকি মন্দ?”

‘অবশ্যই ভালো সময়,’ বলল সেই তরুণ।

‘কী সেই সময়টাকে ভালো বানিয়েছে?’ জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ।

তরুণ একটু ভেবে বলল, ‘কারণ আমি যা করছিলাম তা ভালোবাসতাম।  
আমি ঘাস কাটতে ভালোবাসতাম বলে আমার কাজ এত নিখুঁত হতো যে  
আমার প্রতিবেশিরাও তাদের উঠানের ঘাস কাটতে বলত। সত্যি বলতে কি  
এই ঘাস কেটেই আমি বেশ কামিয়েছি সেই অল্প বয়সে।’

‘আচ্ছা, তখন কাজ করার সময় কোন বিষয়ে চিন্তা করতে?’ জিজ্ঞেস  
করলেন বৃদ্ধ।

‘আমি যখন ঘাস কাটতাম তখন কেবল ঘাস কাটা সম্পর্কেই চিন্তা  
করতাম। আমি ভাবতাম কীভাবে আমি কিছু কিছু জায়গায় কৌশলে ঘাস  
কাটতে পারব, সব বাধা পেরিয়ে। তখন ভাবতাম এক বিকেলে কতগুলো  
উঠানের ঘাস কেটে শেষ করতে পারব, ভাবতাম আরো ভালো করে সেটি  
কীভাবে করা যায়। তবে বেশিরভাগ সময়েই আমি ঘাস কাটার দিকে

মনোযোগ দিতাম, সামনে যে ঘাসের গুচ্ছ কাটছি সেটির দিকেই দৃষ্টি ও মন নিবন্ধ থাকত।”

সে এমনভাবে ঘাস কাটা সম্পর্কে বলল যেন এই উত্তরটি অবশ্যই সঠিক হবে।

বৃন্দ একটু সামনে ঝুঁকে বললেন, “ঠিক তাই। সে কারণেই তুমি সেই কাজটা উপভোগ করেছ। তখন তুমি আরো সুখী ছিলে, আরো বেশি কাজ করতে পারতে।”

দুর্ভাগ্যবশত বৃন্দের কথা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা না করেই তরুণ আরো অধৈর্য হয়ে পড়ল।

“আপনি যদি চান আমি আরো সুখী হই,” বলল তরুণ, “তাহলে এই উপহারটা কী তা আমাকে বলে দিচ্ছেন না কেন?”

“আর কোথায়ই বা সেটি পাওয়া যাবে?” টিপ্পনি কাটলেন বৃন্দ।

“হ্যাঁ, তাও বলতে হবে,” বলল তরুণ।

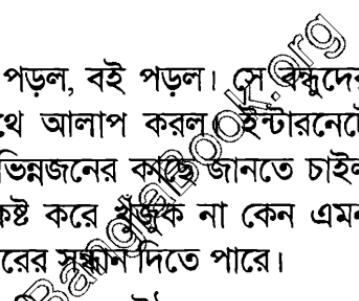
“পারলে আমি বলতাম, কিন্তু আমার সেই ক্ষমতা নেই,” বললেন বৃন্দ।  
“কেউই সেই উপহার অন্যকে খুঁজে দিতে পারে না।

“এই উপহার হলো এমন একটা উপহার তুমি নিজেই নিজেকে দাও।  
কেবল তোমারই সেই ক্ষমতা আছে এটি চিহ্নিত করার,” বললেন বৃন্দ।

তরুণ এই কথায় একটু হতাশ হলো এবং বৃন্দকে রেখে চলে গেল।

~~~

তরুণের বয়স বেড়ে যুবক হলে সে নিজেই এই উপহার খোঁজার সিদ্ধান্ত নিল।

সে বিভিন্ন ম্যাগাজিন পড়ল, সংবাদপত্র পড়ল, বই পড়ল। সে বিন্দুদের সাথে আলাপ করল, পরিবারের সবার সাথে আলাপ করল ইন্টারনেটে খোঁজ করল। এমনকি অনেক দূরে গেল, বিভিন্নজনের কম্পিউটারে চাইল এই বিশেষ উপহার সম্পর্কে। তবে যতই কষ্ট করে খুঁজুক না কেন এমন কাউকে পেল না যে তাকে সেই বিশেষ উপহারের সম্মতি দিতে পারে।

কিছুদিন পর সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, নিরুৎসাহিত হয়ে উঠল এবং একসময় এই উপহারের সন্ধান করা ছেড়ে দিল।

তারপর সেই যুবক স্থানীয় এক কোম্পানিতে কাজ নিল। আশেপাশের সবাই বলবে সে ভালোই করছে এই কাজে। কিন্তু যুবকের মনে হতে থাকল কিছু একটা বাদ পড়েছে।

কাজে গিয়ে তার মনের মধ্যে চিন্তা থাকত কোথায় গিয়ে সে কাজকে আরো বেশি উপভোগ করতে পারবে। কিংবা চিন্তা করত কাজ শেষে বাড়িতে ফিরে গিয়ে সে কী করবে।

বিভিন্ন মিটিঙ্গের সময়, এমনকি তার বন্ধুদের সাথে আলাপের সময়ও তার মন উড়ে বেড়াত অন্য জায়গায়। খাওয়ার সময়েও তার মনোযোগ খাবারে থাকত না, খাবারের স্বাদ বুঝতে পারত না।

তার চাকরিতে, তার বিভিন্ন প্রকল্প সে ভালোভাবেই সামাল দিয়েছে, কিন্তু সে জানে সে আরো ভালো করতে পারে। তার মনে হতো সে আসলে পুরো মন দিয়ে, পুরো হৃদয় দিয়ে কাজ করছে না। কিন্তু তারপরও সে চিহ্নিত করতে পারল না কেন সে তারমতো কাজ করতে পারছে না।

~~~~

কিছুদিনের মধ্যেই সে যুবক বুঝতে পারল যে সে ক্রমেই অত্থ হয়ে পড়ে। ভেবে দেখল সে কঠোর পরিশ্রম করছে, যা করা দরকার তাই করছে। সে সাধারণত সময়মতোই কাজে আসে এবং পুরো দিন কঠোর পরিশ্রম করে।

সে আশা করেছিল তার পদোন্নতি হবে। পদোন্নতি হলেই সম্ভবত সে সুখী বোধ করবে।

তারপর একদিন সে জানতে পারল সে যে পদোন্নতি আশা করেছিল সেটি তার জোটেনি।

এতে যুবকের রাগ হলো। সে বুঝতে পারল না কেন পদোন্নতিটা তাকে দেয়া হলো না। সে তার রাগের প্রকাশ না ঘটানোর চেষ্টা করল। কর্মসূচী এটি কেউই পছন্দ করবে না। তারপরও, রাগটা তাকে ছেড়ে গেল না, তার মধ্যে জমতে থাকল আর তাকে পুরোটাই দখল করতে থাকল।

এই যুবকের রাগ বাড়ার সাথে সাথে তার কাজের মান কমিতে থাকল।

কর্মসূচ্যে তার চারপাশে যারা থাকত তাদের সামনে এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন সেই প্রমোশনটা কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু মনের গভীরে সে সেই প্রমোশনের জন্য এক আহাজারি অনবরত বোধ করে যেতে লাগল।

নিজের প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠল। ‘সফল হওয়ার জন্য যা দরকার তার সবটা কি আমি করেছি?’ জিজেস করল নিজেকেই।

সেই যুবকের ব্যক্তিগত জীবনও যে খুব ভালো ছিল তা না। প্রেমিকার সাথে বিচ্ছেদের জেরও সে কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। তার দুশ্চিন্তা হতে লাগল সত্যিই সে প্রকৃত প্রেম খুঁজে পাবে কি না, আর কোনোদিন সংসার পাততে পারবে কি না।

তার নিজেকে অগোছালো মনে হতে লাগল। জীবনকে মনে হতে লাগল পালছাড়া, হালছাড়া, অসমাঞ্ছ কাজের সমষ্টি, অপূর্ণ বাসনার গুচ্ছ, আর অবাস্তবায়িত লক্ষ্য ও স্বপ্ন।

সে নিজেই নিজেকে মনে করিয়ে দিতে লাগল যে আরো কম বয়সে যে সন্তুবনা সে দেখিয়েছে সেখান থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে।

সে যুবক প্রতিদিন কাজ থেকে ফিরত কিছুটা ক্লান্তি আর কিছুটা হতাশা নিয়ে। সে যা করছে তাতে কোনোদিনই তাকে সন্তুষ্ট মনে হতো না। কিন্তু সে জানত না কী করবে।

সে তার তরুণ বয়সের কথা মনে করল, জীবন তখন আরো সহজ ছিল। সেই বৃদ্ধের কথাগুলি মনে করল, মনে পড়ল সেই বিশেষ উপহারের কথা।

সে জানত যে সে তার কাজ ও জীবনকে উপভোগ করছে না। সে সুরী ছিল না, কিংবা ছিল না সফল, আসলে সে যা হতে চেয়েছিল।

তার মনে হলো সেই বিশেষ উপহারের সন্ধান ছেড়ে দেয়া উচিত হয়নি।

সেই বৃদ্ধের সাথে কথা বলেছে অনেকদিন হলো। সেই মনে পড়তেই মনে মনে লজ্জিত হলো, নিজের বিপর্যয় দেখে সে আরো যুষড়ে গেল এবং বৃদ্ধের কাছে গিয়ে কথা বলতে অনাগ্রহ দেখা গেল তার মধ্যে।

একসময়, তার জীবনটা খুবই জটিল বোধ হতে লাগল। কর্মক্ষেত্র ও জীবনে অসন্তুষ্টি বাঢ়তেই থাকল। তখন তার মনে হলো বৃদ্ধের সাথে কথা বলা ছাড়া উপায় নেই।

~~~

বৃদ্ধ সেই যুবককে দেখে খুশি হলেন। যুবককে দেখেই তার মধ্যে প্রাণশক্তি ও সুখের অভাব লক্ষ্য করলেন। বিষয়টা মাথায় নিয়েই তিনি যুবকের কাছে জানতে চাইলেন কী ঘটেছে।

যুবক তার সেই বিশেষ উপহার অনুসন্ধানের কথা বলল এবং সেটি খুঁজে না পেয়ে কীভাবে সে তার খোঁজ করা বন্ধ করে দিয়েছে তাও জানাল। সে তার বর্তমান সমস্যার কথাও জানাল।

কিন্তু যুবক নিজেই অবাক হলো এটি দেখে যে এই বৃদ্ধের সামনে এসে সবকিছু তেমন জটিল মনে হচ্ছে না।

যুবক আর বৃন্দ দুজনে বেশ প্রাণখুলে আলাপ করল, হাসির ফোয়ারাও দেখা গেল তাদের কথার মধ্যে।

যুবক উপলক্ষ্মি করল এই বৃদ্ধের সঙ্গ সে কতটাই না পছন্দ করে। বৃদ্ধের সংস্কর্ষে এসে তার নিজেকে সুখী ও আরো প্রাণশক্তিময় মনে হলো।

তার মনে প্রশ্ন জাগল এই বৃন্দ এতটা প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর কেন অন্যদের চেয়ে। কী তাঁকে এমন বিশিষ্ট বানিয়েছে?

সে বৃন্দকে বলল, ‘আমি যখন আপনার সাথে থাকি তখন অনেক ভালো লাগে। এর সাথে কি সেই বিশেষ উপহারের কোনো সম্পর্ক আছে?’

‘আসলে সবটাই তার সাথে সম্পর্কিত,’ জানালেন বৃন্দ।

যুবক বলল, ‘আমি চাই সেই বিশেষ উপহার খুঁজে পেতে। আর সেটি আজকেই খুঁজে পেতে চাইলে নিশ্চয় তাড়াভড়া হবে না।’

বৃন্দ হাসলেন। তারপর বললেন, ‘তোমার নিজের জন্য সেই উপহার খুঁজে পেতে চাইলে সেসব সময়ের দিকে তাকাও যখন তুমি নিজেকে সবচেয়ে সুখী মনে করতে, নিজেকে সবচেয়ে কাজের মনে হতো। সেসব সময়ের দিকে তাকাও যখন তুমি অনেক বেশি মনোযোগী ছিলে এবং নিজেকে অনেক বেশি সফল মনে হতো।

‘কোথায় সেই উপহার পাওয়া যাবে তা তুমি জানো। কিন্তু এখনও ঠিক মনে করতে পারছ না।’

তিনি বলে চললেন, ‘তুমি যখন সেটি খোঁজার জন্য মাঝে চেষ্টা বাদ দেবে, তখন সেটি খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। তখন চেষ্টের সামনে ভাসবে সেই উপহার।’

বৃন্দ বললেন, ‘তুমি বরং কিছু সময় নাও। আঙ্গুলিস থেকে ছুটি নাও, সব কাজ থেকে দূরে গিয়ে সময় কাটাও। তাতে হয়ত তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে।’

~~~

বৃদ্ধের পরামর্শ মতো যুবক পাহাড়ের মধ্যে তার বন্ধুর একটি বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিল।

বনের মধ্যে একাকী যুবক বুবতে পারল জীবন এখানে ততটা অস্ত্রির নয়, খুব ধীরে সময় যায় এখানে, আর জীবনও মনে হয় অন্য রকম।

সে বনের মধ্যে হাঁটতে থাকল লম্বা পথ আর ভাবতে থাকল তার জীবন নিয়ে। ‘আমার জীবন কেন সেই বৃদ্ধের মতো নয়?’ অবাক হলো নিজেই।

যুবক এটিও উপলব্ধি করল যে বৃন্দ সহজ- সরল জীবনযাপন করলেও তিনি আসলে এ জগতে সফল মানুষদের একজন।

তিনি এক নামী সংস্থার একদম নিচের ধাপে যোগ দিয়েছেন, তারপর সবচেয়ে উপরে উঠে গেছেন। সেইসাথে তিনি সমাজেরও অনেক উপকার করেছেন বিভিন্নভাবে।

সেই বৃদ্ধের আছে এক সুন্দর পরিবার, অনেক বিশ্বস্ত বন্ধু যারা প্রায়ই তাঁর সাথে দেখা করতে আসে। তাঁর আছে তীক্ষ্ণ রসবোধ, এবং প্রজ্ঞা যা অন্যরা উপভোগ করে এবং এজন্য তাঁকে শ্রদ্ধা করে।

সবচেয়ে বড় হলো, এই বৃদ্ধের মাঝে এমন এক প্রশান্তি ছড়িয়ে আছে যা যুবক আর কোথাও দেখতে পায়নি।

যুবক হাসল। ‘আর তাঁর আছে এমন প্রাণশক্তি যা তাঁর আধেক-বয়সীদের মধ্যেও দেখা যায় না।’

সেই বৃন্দ নিঃসন্দেহে তার দেখা সবচেয়ে সুখী ও সবচেয়ে সফল ব্যক্তি।

তাহলে, সেই বিশেষ উপহার এমন কী দিয়েছে তাঁকে যাতে তিনি এতসব সদগুণের অধিকারী হয়েছেন?

~~~

যুবক আরো মাইলখানেক হাঁটাহাঁটি করল লেকের পাশে। তখন তাঁর মনে পড়ল সেই বিশেষ উপহার সম্পর্কে তাকে যা বলা হয়েছিল: এটি এমন একটি উপহার যা তুমি নিজেকে দাও। তুমি এটি সম্পর্কে ভালো জানতে যখন তোমার বয়স আরো কম ছিল। তুমি সেটির কথা ভুলে গেছে মাত্র।

কিন্তু তার মনে আসল ব্যর্থতার কথা। তার মনে পড়ল তাকে কাঙ্ক্ষিত প্রমোশন দেয়া হয়নি। তার মনে হলো এটি গতকালকেই ঘটেছে। সে এখনও তা নিয়ে রাগান্বিত।

এসব সম্পর্কে সে যত চিন্তা করল ততই তার মনে হলো শীঘ্ৰই কাজে ফেরৎ যাওয়া উচিত। কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তা হতে লাগল।

চারদিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করল অঙ্ককার হয়ে আসছে। তাই সে দ্রুত ঘরে ফিরল।

ভেতরে ঢুকে সে ঠান্ডা দূর করার জন্য আগুন জ্বালাল। আর তখনই এমন একটি জিনিস লক্ষ্য করল যা আগে তার নজরে পড়েনি।

আগুন জ্বালানোর সময় এই ঘরের মধ্যকার অপূর্ব ফায়ারপ্লেসটি সে প্রথমবারের মতো লক্ষ্য করল।

এটি গড়ে তোলা হয়েছে বড় ও ছোট পাথর দিয়ে। খুবই সতর্কতার সাথে একটার পর একটা পাথর সাজানো হয়েছে। এই কাজটি দেখে মনে হবে যে তৈরি করেছে সে সাধারণ মিস্টি নয়, বরং একজন শিল্পী। শিল্পীর মমতায় সে একেকটি পাথরকে সাজিয়েছে।

এটি করতে গিয়ে সেই মিস্টি শিল্পীকে নিশ্চয় খুবই মনোযোগসহ কাজ করতে হয়েছে; আর এই গভীর মনোযোগ দিয়ে করা কাজ নিশ্চয় সে উপভোগ করেছে।

এই ফায়ারফ্লেস যেই তৈরি করুক না কেন তাকে কেবল রাজমিস্ট্রি বলা যাবে না, সে একজন শিল্পী।

যুবক সেই মিস্টির কথা চিন্তা করতে গিয়ে দেখল মিস্টি যে মমতায় এটি গড়ে তুলেছে তাতে অনেক সময় লাগার কথা। সেই দীর্ঘ সময় সে তার মনোযোগ পুরোটাই এর মধ্যে ধরে রেখেছে। কাজটি করতে গিয়ে তার মন উড় উড় হলে কাজটি এত সুন্দর হতো না।

সেই মিস্টি নিশ্চয় কাজটি করতে গিয়ে তার বিগত প্রেমিকার কথা কিংবা আগের রাতের খাবারের কথা চিন্তা করে নি। এরকম চিন্তা করলেই তার মনোযোগ বিস্তৃত হয়ে যেত। আর এটি শেষ করার আগে তার মনকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে।

সেই বৃন্দ কী বলেছিলেন মনে পড়ছে: ‘বিশেষ উপহার খোঁজার জন্য সেইসব দিনে যাও যখন তুমি অনেক বেশি সুখী ছিলে, অনেক বেশি কার্যকর ছিলে, আর নিজেকে অনেক বেশি সফল মনে হচ্ছো।’

যুবকের তখন মনে পড়ল বৃদ্ধের সাথে কথা হয়েছিল উঠানের ঘাস কাটার ব্যাপারে যখন সে বালক ছিল। তার মনে পড়ল কত মনোযোগ দিয়েই না সে ঘাস কেটেছে, কিছুই সেই মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি।

“তুমি যা করছ সেই কাজে তোমার মন যখন পুরোপুরি নিবিষ্ট, তখন তোমার মন এদিক-সেদিক উড়ে বেড়ায় না। তুমি জীবনকে উপভোগ করো। তখন তুমি যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি সুখী ও কার্যকর। তোমার মন তখন থাকে যা করছ তাতেই কেবল সেই মুহূর্তে। আর সেই ফোকাস ও মনোসংযোগ তোমাকে নিয়ে যায় সাফল্য।”

সে উপলক্ষ্মি করল অনেকদিন যাবৎ সে এরকম অনুভব করেনি - কাজ কিংবা অন্য কোনো কিছু সম্পর্কেই। সে অনেক সময় ব্যয় করেছে অতীত নিয়ে আক্ষেপ করে কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে।

যুবক তাকাল ঘরের ভেতরে। আবার দেখল সেই ফায়ারপ্লেস। সেই মুহূর্তে, তার মনে অতীতের কোনো চিন্তা ছিল না। এবং ভবিষ্যতে কী হবে সেটি নিয়ে সে উদ্বিগ্নও ছিল না।

সে যেখানে আছে সেটি নিয়েই সে সন্তুষ্ট, যা করছে তা নিয়েই সে ব্যস্ত।

এবার তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। তার মনে হলো তার এখন ভালো লাগছে।

এখন যা করছে তা সে ভালোবাসছে। সে এখনকার একটি ব্রহ্মান মুহূর্তকে উপভোগ করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এটি তার মাথায় খেলে গেল অবশ্যই!

সে জানে সেই বিশেষ উপহার কী - কী ছিল সেটি, আর এখনই বা সেটি কী:

বিশেষ উপহার  
না আছে অতীতে  
না আছে ভবিষ্যতে

বিশেষ উপহার হলো

# এই মুহূর্ত, বর্তমানে

## বিশেষ উপহার হলো এখনকার এই মুহূর্ত

যুবকের মুখে আবার হাসি ফুটল। এটি এত সহজ! চোখের সামনেই আছে কিন্তু পাওয়া যাচ্ছিল না। সে গভীর শ্বাস নিল এবং শিথিল করে দিল শরীরকে। আবার ঘরের চারদিকে তাকাল আর সবকিছুর প্রশংসা করল, সবকিছু নৃতন মনে হতে লাগল তার কাছে।

সে ঘরের বাইরে গেল এবং গাছের ডালপালার দিকে তাকাল, রাতের আকাশকে দেখল এবং দূরের পাহাড়ের চূড়ায় তুষারপাত দেখল।

সে তাকাল হৃদের জলে চাঁদের প্রতিচ্ছবির দিকে এবং শুনল পাখিদের সন্ধ্যা গান।

সে এত সব জিনিস সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠল যা আগে খেয়ালই করেনি, অর্থচ সবকিছু তার চোখের সামনেই ছিল। এতকিছুর মাঝেই সে ছিল কিন্তু কোনোটাকেই অনুভব করতে পারেনি আগে।

এখন নিজেকে আরো প্রশান্ত মনে হলো, আরো সুখী মনে হলো যা সে অনেকদিন বোধ করেনি। নিজেকে আর ব্যর্থ মনে হলো না। সে বর্তমান সম্পর্কে যত ভাবতে লাগল ততই তা তার কাছে অর্থবহ হয়ে উঠল।

বর্তমানে থাকা মানে এই মুহূর্তে যা ঘটছে তাতেই মনোসংযোগ হোবা! প্রতিদিন তোমাকে যেসব উপহার দেয়া হয় সেগুলির প্রশংসা করা, সেগুলিকে উপলক্ষ করা।

তার মনে পড়ল যখনই সে বর্তমানে থেকেছে তখন সে যে কাজটি করছে তাতেই তার মনোনিবেশ থাকত। সে সেই শিল্পী মাজমিস্ত্রির মতোই মনোযোগ দিয়ে ফায়ারপ্লেস গড়ে তুলত।

এখন তার মনে হলো বালক বয়স থেকেই বৃক্ষ তাকে কী বলতে চেয়েছে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে জাগল তরতাজা ভাব নিয়ে। তার মনে হলো এখনই সে বৃক্ষের কাছে যায় এবং তাকে তার আবিষ্কারের কথা জানায়।

জামাকাপড় পরে দিনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় সে বর্তমান মুহূর্তে মনোযোগ দিল আর উপলক্ষ্মি করল অনেকদিন সে এরকম প্রাপ্তশক্তি পায়নি।

কাজে ফিরে গিয়ে সে কী কী করবে তা লিখে রাখল। এখন সে কাজে আরো সফল হতে পারবে ভাবতেই তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল। একটা দিনই কি পার্থক্য এনে দিয়েছে!

তার মনে পড়ল কাল রাতে সে কী আবিষ্কার করেছে। সে যেখানে ছিল যা করছিল কেবল তাতেই তার মনোযোগ নিবন্ধ করে সে এটি আবিষ্কার করতে পেরেছে। তখন সে আর অন্য কিছু সম্পর্কে চিন্তা করছিল না।

চিন্তা করার জন্য পাহাড়ে আসায় সে খুশি হলো। এটি তাকে নিজের মতো চিন্তা করতে সাহায্য করেছে।

সে নিজেকে এখন বর্তমান মুহূর্তে রাখার জন্য সতর্ক করে দিল। সে একটা লম্বা শ্বাস নিল এবং নিজের মধ্যে প্রশান্তি অনুভব করল।

সে ভাবল, এটি কতই না সরল-সহজ, আর কত দ্রুতই না কাজ করছে।

একটু পর তার মনে হলো, ‘আসলেই কি এটি এত সহজ-সরল? সবকিছুর পরও জীবন কি জটিল নয়? কর্মক্ষেত্রে সবকিছুইতো আরো জটিল।’

তার মনে কিছু সংশয় আসল। কিন্তু সবকিছুকে দূরে সরিয়ে সে বর্তমানে ফেরৎ এলো, বর্তমানে এই মুহূর্তে যা কিছু আছে তার দিকে মনোযোগ দিল, সেগুলির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, এবং হাসল।

~~~

সে যখন ওই স্থান থেকে চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন অবাক হলো।

এই পাহাড়ের মধ্যে এই ঘরে যে নির্জনতা সেটি যদি না থাকে তাহলে সেখানে বর্তমানে থাকা কীভাবে কাজ করবে? তখন কি সম্ভব! এই প্রশান্তি, এই আনন্দ, এই সাফল্য ধরা দেবে? সুন্দর পরিস্থিতিতে হ্রস্ত বর্তমানে থাকা আনন্দদায়ক কিন্তু এটি কি একইরকম কাজ করবে যিনিস পরিস্থিতিতে?

তখন বর্তমানকে কীভাবে উপভোগ করব?

আর, যদি থাকে, অতীত কিংবা ভবিষ্যতের গুরুত্বই কী?

সে ফেরার পথে বৃন্দের কথা ভাবল। তাকে জিজ্ঞেস করার মতো অনেক প্রশ্ন জমেছে এরই মধ্যে।

এরপরই সে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল বর্তমানে ফিরে আসার জন্য। এই মুহূর্তে কোনটি সঠিক সে সম্পর্কে সে এখন সজাগ।

সে তার বর্তমান অবস্থানেই নিজেকে উপভোগ করতে লাগল। সে বর্তমানকে উপভোগ করতে লাগল।

## বর্তমানে বাঁচা

বৃন্দ যে মুহূর্তে দেখতে পেলেন যে যুবক মুখে এক প্রশংস্ত হাসি নিয়ে আসছে সে মুহূর্তেই বলে উঠলেন, “তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি সেই বিশেষ উপহার খুঁজে পেয়েছ।”

‘আমি পেয়েছি!’ যুবক চিংকার করে উঠল।

বৃন্দ উৎসুক হয়ে তাকালেন। তিনি জানতেন এই যুবক তার পথ খুঁজে পাবে। উভয়েই সেই মুহূর্তটি উপভোগ করল।

বৃন্দ বললেন, ‘আমাকে বলো কীভাবে ঘটল এটি।’

‘আচ্ছা, আমি নিজেকে অনেক সুখী বোধ করলাম আর তখন উপলক্ষ্মি করলাম যে অতীতে আমার প্রতি কী ঘটেছে সে ব্যাপারে আমি মোটেই ভাবছি না, এবং ভবিষ্যতে আমার কী ঘটতে পারে সে ব্যাপারেও আমি উদ্বিগ্ন নই।

“সেসময় হঠাৎ করেই আমার চোখের সামনে এসে হাজির হলো এটি। দ্য প্রেজেন্ট বা বিশেষ উপহার, যে উপহার আমরা নিজেকেই দিই, অঙ্গলে হলো বর্তমান মুহূর্ত। আমি বুঝতে পারলাম বর্তমানে থাকা মানে একটি মুহূর্তে যা আছে তাতে মনোসংযোগ করা।”

“সেটি সত্য, এবং দুই ভাবে,” বললেন বৃন্দ।

যুবক তখন শুনছিল না। সে বলেই চলেছে, ‘যখন এই উপহার খুঁজে পেলাম তখন আমি ভালো পরিস্থিতিতে ছিলাম। অঙ্গল পাহাড়ের মধ্যে একটি ঘরে ছিলাম।’

তারপর সে ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, ‘আমি ভাবছিলাম বিরূপ পরিস্থিতিতে বর্তমানে থাকা আসলে কীভাবে সাহায্য করতে পারে?’

বৃন্দ জবাবে একটি প্রশ্ন করলেন, ‘আচ্ছা, তুমি যখন বর্তমান সম্পর্কে  
সজাগ হলে তখন কি তুমি ভাবছিলে ওই মুহূর্তে কোনটি সঠিক আৱ কোনটি  
ভুল?’

‘আমি ভাবছিলাম কোনটি সঠিক, যদিও সে সময়ে কিছু ভুল হচ্ছিল  
তারপরও আমি সঠিকটি নিয়েই চিন্তা করছিলাম।

‘আমি জানতাম আমি একটি সুন্দর জায়গায় আছি এবং আমি এই নির্জন  
সময় পছন্দ করছি।’

বৃন্দ বললেন, “এবাব এটি বিবেচনা করো:

কঠিনতম সময়েও,  
যদি মনোযোগ দাও  
যা সঠিক তাতে  
বর্তমানে, বর্তমান মুহূর্তে  
তাহলেই তুমি সুখী হবে  
আজকের দিনে

আৱ এটিই তোমাকে দেবে প্ৰয়োজনীয়  
প্ৰাণশক্তি ও আত্মবিশ্বাস  
যাতে কাজ কৱতে পাৱো  
ভুলকে নিয়ে

বৃন্দ যা বলছেন তা অর্থপূৰ্ণ মনে হলো। ‘সুতৰাং বর্তমানে থাকা মানে  
এই মুহূর্তে যা আছে তাতে মনোসংযোগ কৱা।

“এবং” যুবক আরো যোগ করল, “বর্তমানে থাকা মানে এই মুহূর্তে যা সঠিক তাতেও মনোসংযোগ করা।”

“হ্যাঁ, ঠিক তাই,” বললেন বৃন্দ।

যুবক এ সম্পর্কে আরো চিন্তা করল। “এটা সত্যিই তাৎপর্যময়। আমি যখন কোনো বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়ি তখন মনোযোগ দিই কী কী ঠিকমতো হয়নি তার উপর, আর এটি আমাকে আরো বিমর্শ করে তোলে, আমাকে আরো নিরংসাহিত করে তোলে।”

“অনেকেই তা করে। বাস্তবে, বেশিরভাগ পরিস্থিতিই আসলে ভালো ও মন্দের মিশ্রণ, সঠিক ও বেষ্টিকের মিশ্রণ। তুমি কীভাবে সেটিকে দেখছ তার উপর নির্ভর করবে।

‘তুমি যত বেশি মনোযোগ দেবে সঠিকের উপর, ততই তুমি আজকের দিনটিতে কার্যকর হবে। ততই তুমি সফল হবে।

‘যত তুমি ভুলের দিকে নজর দেবে,’ বললেন বৃন্দ, ‘তোমার মাঝে তত কম প্রাণশক্তি ও আত্মবিশ্বাস দেখা যাবে। সে কারণে যখনই কোনো বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়ো, তখন কী কাজ করেনি কিংবা কী ভুল হয়েছে সেটির দিকে নজর না দিয়ে কী কাজ করেছে, কোনটি সঠিক হয়েছে তার উপর নজর দেয়া গুরুত্বপূর্ণ, যদিও এরকম পরিস্থিতিতে ভালো কিছু বের করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তারপর সেই ভালো বা সঠিক কিছু পেলে সেটির প্রশংসা করো এবং তার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী কাজ করো।

“এই মুহূর্তে কোনটি সঠিক তার উপর যত বেশি নজর দেবে তত বেশি সুখী হবে তুমি। তুমি তখন শান্ত বোধ করবে, তখন তোমার পক্ষে বর্তমানে থাকা সহজ হবে এবং বর্তমানকে উপভোগ করতে পারবে।”

যুবক জিজ্ঞেস করল, ‘বর্তমান যদি খুব বেদনাদায়ক হয় তাহলে কী হবে, যেমন ধরুন ভালোবাসার কোনো মানুষকে হারানোর ক্ষেত্রে?’

‘বেদনা হলো যা আছে আর তুমি যা চাচ্ছ তার মধ্যকার ব্যবস্থা,’ বললেন বৃন্দ।

‘বর্তমানের বেদনা, অন্য সবকিছুর মতোই, ক্রমশ পরিবর্ত্তন হচ্ছে। এটি আসবে আর যাবে।

‘যখন তুমি পুরোটাই বর্তমানে আছো আর বেদনা অনুভব করছ, আর সেটির কারণে নিজেকে নিঃস্ব মনে করছ, তখন তুমি ভালো কিছু কিংবা

সঠিক কিছু খুঁজতে পারো এবং সেটির উপর ভিত্তি করে কাজ করে যেতে পারো।”

যুবক তার নোটবুকে টুকে রাখছে যা কিছু সে শুনছে ও আবিষ্কার করছে।

সে বলল, “আমার মধ্যে কেন এই অনুভূতি আসছে যে আমি যা কিছু শিখেছি তা কেবল একটি শৈলখন্ডের উপরের চূড়ামাত্র, এর নিচে ভূমিতে আছে বিশাল জ্ঞানভান্ডার?”

বৃন্দ বললেন, “কারণ তুমি এই মুহূর্তে বুঝতে শুরু করেছ তোমার আবিষ্কারের আরো অনেক কিছুই বাকি আছে।”

তিনি বললেন, “যেহেতু তুমি নিজেই সেই বিশেষ উপহার খুঁজে পেয়েছ, এবং মনে হচ্ছে আরো কিছু জানার জন্য উদগ্রীব, তাই আমি যা জানি তা তোমাকে জানাতে পেরে আমি খুশি হবো।”

যুবক জানাল সে এটির প্রশংসা করবে। বৃন্দ বলে চললেন।

“বেদনাদায়ক পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা থাকা এবং সেখান থেকে শিক্ষা নেয়া গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে অন্য কিছুর মাধ্যমে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার চেয়ে,”  
বললেন তিনি।

## বর্তমান মুহূর্তে থাকা মানে চিন্তিবিক্ষেপ থেকে দূরে থাকা

এবং তোমার জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ  
তার প্রতি নজর দেয়া, এখনই

তুমি তোমার বর্তমানকে তৈরি করো  
আজকের দিনে মনোযোগ

# যাতে দেবে তার মাধ্যমে

যুবক বলল, ‘তাহলে বিরূপ পরিস্থিতিতেও আমার উচিত হবে গুরুত্বহীন চিন্তিক্ষেপকে দূরে সরিয়ে রেখে বর্তমানে মনোসংযোগ করা।’

‘তুমি তোমার জীবন থেকেই উদাহরণ নিতে পারো,’ বললেন বৃন্দ। ‘তুমি আগে বলেছিলে যে তুমি কাজে সমস্যায় পড়েছিলে, আর তোমার প্রেমের সম্পর্কেও সমস্যা হচ্ছিল।

‘এখন তুমি নিজেকে প্রশ্ন করতে পারো, ‘কর্মক্ষেত্রে কি আমার প্রায়ই চিন্তিক্ষেপ ঘটত কিংবা তখন যা গুরুত্বপূর্ণ সেটির দিকে কি আমি নজর দিতাম?’

‘কর্মক্ষেত্রের বাইরে তোমার জীবনের কথাও চিন্তা করো।

‘তুমি যখন তোমার প্রিয়তমার সাথে থাকতে তখন কতটুকু মনোযোগ তার প্রতি দিয়েছ? সে কি তোমার কাছে এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে যখন তোমরা একসাথে থাকতে তখন তোমার পুরো মনোযোগ তার প্রতি দিতে পারতে?’

‘কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে, তোমাকে পুরো ব্যক্তির প্রতিই মনোযোগ দিতে হবে। তাদের ‘ভালো’ ও ‘মন্দ’ দিকগুলো সম্পর্কে পুরোটা সজাগ হয়ে তুমি সন্তুষ্য সমস্যা আটকাতে পারো, সেসব সমস্যাকে পাশ না কাটিয়ে।

‘অন্যরা কীভাবে বর্তমানকে ব্যবহার করে আরো সুখী ও সফল হচ্ছে সেই উদাহরণ দেয়ার চেয়ে তোমার জীবনের উদাহরণ তোমার কাছে বেশি অর্থবহ হবে, সেখান থেকে তুমি সামনে আরো কিছু শিখতে পারবে।’

যুবক বলল, ‘যাওয়ার আগে আমি কি আপনাকে অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারি?’

বৃন্দ বললেন, ‘আমরা এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরে কথা বলব। এখনকার মতো আসো আমরা বর্তমানেই থাকি।

‘তুমি যখন বর্তমানে থাকো এবং আজক্ষেপে দেনে তোমার জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ তাতে মনোনিবেশ করো তখন তুমি নিজেই অনেক আশ্চর্যজনক আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে, নিজে নিজেই।’

যুবক বিশ্বাস করল যে বৃন্দাই ভালো জানেন এবং অতীত ও ভবিষ্যতের  
বিষয়টি সেখানে ছেড়ে দিল। এটি করার পরই সে ভালো বোধ করল।

যুবক হাসল। সে জেনেছে আজকের দিনটিকে নিয়ে কাজ করা সরল ও  
সহজ। সে এখন কম চাপ বোধ করল এবং নিজেকে তার আত্মবিশ্বাসী মনে  
হলো।

যে জেনেছে যে সে যদি আজকের দিনটিতে বর্তমানে থাকতে পারে  
তাহলে অন্যদিনও বর্তমানে থাকতে পারবে।

যাওয়ার আগে যুবক বর্তমান সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা আবিষ্কার করেছে তা  
তার নোটবুকে লিখে রাখল:

এই মুহূর্তে যা ঘটিছে  
তাতে মনোনিবেশ করো।  
  
বর্তমান পরিস্থিতিতে যা সঠিক  
তা অনুধাবন করো।  
এবং তার উপর কাজ করো।  
  
এই মুহূর্তে যা গুরুত্বপূর্ণ  
তার প্রতি নজর দাও।

সে বৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল এবং বলল যে সে যা শিখেছে তা  
প্রয়োগ করার জন্য সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে।

সে জানত এটি করতে গেলে তাকে প্রতিটি পরিস্থিতির জন্মে ও মন্দ  
জানতে হবে যাতে সে বাধাসমূহ অতিক্রম করে কাজকে টেপভোগ করতে  
পারে এবং সফল হতে পারে।

~~~

পরের সপ্তাহে যুবক কাজে গিয়ে তার নোটগুলি দেখল যা সে বৃন্দের সাথে  
আলাপের সময় নিয়েছিল।

এরপর সে একটা কাজ শেষ করতে বসল যা অনেকদিন ধরেই তার মাথার উপর ঝুলছে। সে এই কাজটিকে ঝুলিয়ে রাখছিল কারণ তার মনে হচ্ছিল এটি করার জন্য যেসব তথ্য দরকার তা সে পাবে না।

এখন সে যা শিখেছে তা প্রয়োগ করার কথা মনে হলো।

সে একটু সময় নিল বর্তমানে আসার জন্য। একটা প্রলম্বিত শ্বাস নিল, তার চারপাশে তাকাল, এবং এই মুহূর্তে যা কিছু আছে তার জন্য প্রশংসা করল।

সে উপলক্ষ্মি করল তাকে হয়ত প্রমোশন দেয়া হয়নি, কিন্তু এখনওতো তার চাকরিটা আছে। তার একটা সুন্দর কর্মপরিবেশ আছে যা অনেকটাই শান্ত এবং গোছালো।

আর এখনও তার কাজের অনেক সুযোগ আছে যার মাধ্যমে সে অন্যদের নজর কাঢ়তে পারে, যার মাধ্যমে সে স্বীকৃতি পেতে পারে।

তার মনে হলো যা কিছু আছে তা উপভোগ করতে ভুলে যাওয়াটা কতই না সহজ।

তারপর সে মনোযোগ দিল এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ কী সে বিষয়ে। সে জানত তাকে এখনই কোনো একটি কাজ শেষ করতে হবে। সেটি তার আত্মবিশ্বাস জোগাবে, তার প্রাণশক্তি উজ্জীবিত করবে এবং পরবর্তী কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে।

সে একটির পর একটি সমস্যা নিয়ে কাজ করতে থাকল। মাঝে কয়েক জায়গায় একটু বাধা পেল। কিন্তু, সেসব বাধায় মনোযোগ না হারিয়ে অন্য কোনো কাজে হাত না দিয়ে সে মনোযোগসহকারে সেই কাজটিই করতে থাকল, সে বর্তমানে থাকল।

তার যা করা দরকার সে কেবল সেটি নিয়েই থাকল এবং কাজ করতে থাকল।

নিজেকে অবাক করে দিয়ে সে দেখল কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার কাজটি শেষ হয়েছে। যদিও এটি একটা ছোট কাজ ছিল তারপরও সে এজন্য ভালো বোধ করল, সে কাজটি শেষ করেছে এটিই তাকে আনন্দ দিল।

সে ভাবল, ‘‘অনেকদিন হলো আমি এভাবে আমার কাজকে উপভোগ করিনি।

‘‘বর্তমানে থাকা সত্যিই আমার জন্য কাজ করছে।’’

এরপরের সপ্তাহেও সেই যুবক নিজেকে কাজে ডুবিয়ে রাখল, সে চারপাশের সবাইকে দেখিয়ে দিল কী মনোনিবেশসহই না কাজ করা যায়।

বর্তমান সম্পর্কে জানার আগে মিটিংসমূহে সে সাধারণত দিবাস্পন্দনে দেখত। সে তার কাঙ্গিত প্রমোশনের কথাই চিন্তা করত এসব মিটিংগুলির মধ্যে।

এখন সে জানে আজকের কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য বর্তমানে থাকাটা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সে এই মুহূর্তে কোনটি সঠিক তার উপর মনোনিবেশ করল এবং তার উপর ভিত্তি করে কাজ করে যেতে লাগল।

সে জানত যে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সে হয়ত বর্তমানে থাকতে পারবে না। কিন্তু সে যদি এটি আজকের জন্য করতে পারে তাহলেই হবে, সে আবার সেটি আগামীকাল করতে পারবে। আর প্রতিটি দিন সে যত বেশি সময় বর্তমানে থাকবে এটি ততই তাকে আরো সুখী, আরো কার্যকর ও আরো সফল করে তুলবে।

এখন, অন্যরা কথা বললে সে মাথার চিন্তা ছুঁড়ে ফেলে বর্তমানে ফিরে আসে এবং সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। সে সবার কথার সাথে নিজেকে মিলাতে চায় এবং নিজের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় যাতে অন্তত একটি নৃতন আইডিয়া সে দিতে পারে।

এই যুবকের মাঝে পরিবর্তন দেখতে তার গ্রাহক ও অন্যদের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। আগে সে বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে যে আচরণ করত তার চেয়ে এখন অনেক পার্থক্য, এখন সত্যিই সে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাদের কথা শোনে এবং সেভাবেই সাহায্য করে।

ব্যক্তিগত জীবনে তার বন্ধুরাও পরিবর্তনটি লক্ষ্য করল। এখন সে তাদের কথা অনেক মনোযোগসহ শোনে, বৃদ্ধ যেমন তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন তেমনি।

প্রথমদিকে বর্তমানে থাকতে তাকে প্রচুর চেষ্টা করতে হয়েছে, তবে অন্যদিন যাতে অতীত নিয়ে আক্ষেপ না করে এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয় সেজন্য কঠিন চেষ্টা করতে হয়েছে। কিন্তু সে যতই বর্তমানে থাকার অনুশীলন করতে থাকল ততই এটি সহজ হয়ে আসল।

তার এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তার কাজ ও জীবনে উন্নতি ঘটল।

তার এই পরিবর্ধিত আগ্রহ ও অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্তিসের নজর কাঢ়ল, তার বন্ধুদেরও।

সে অনুধাবন করতে শুরু করল যে সে যদি ভালো করে কাজ করতে থাকে তাহলে তার প্রমোশন পাওয়ার সন্তাননা বাড়ে। তার বসের প্রতি যে ক্রোধ ছিল তা দূর হতে শুরু করল।

সন্তবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সে এক সুন্দরী তরুণীর দেখা পেয়েছে যার সাথে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

তার প্রতিটি জিনিসই ভালো হতে চলছিল। যত বেশি সময় সে বর্তমানে ব্যয় করতে লাগল সে তত বেশি প্রাণবন্ত হতে থাকল, সবকিছু ততই তার নিয়ন্ত্রণে আসতে লাগল। সে নিজের জীবনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলল। সে নিজেকে আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী, শক্তিশালী ও উৎপাদনশীল বোধ করল।

তার যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সে সজাগ ছিল, তার জন্য সে কৃতজ্ঞ ছিল, বর্তমানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর দিছিল, এবং সে এসব উপভোগ করছিল।

অবাক হওয়ার কিছুই নেই যে বৃন্দ বলেছিল এই বর্তমান হলো সর্বোত্তম উপহার যা নিজেকে দেয়া যায়।

কিছুদিন পর যখন সে মনে করতে শুরু করল যে সে জানে কীভাবে বর্তমানে থাকতে হয়, তখনই একটি সমস্যা দেখা দিল।

সমস্যার শুরু হলো যখন আরেকজনের সাথে সে তার বসের জন্য একটি কাজ করতে লাগল। সেই লোক কোনো চেষ্টা করত না, কোনো নৃত্ন আইডিয়াও দিত না। এ নিয়ে সে ওই লোকের সাথে সরাসরি কথা না বলে এবং বসকে না জানিয়ে পুরো কাজটি নিজের কাঁধে নিয়ে নিল।

বেশিদিন লাগল না সমস্যা দেখা দিতে, কাজটি যথাসময়ে শেষ হলো না। সে ডেডলাইন মিস করল।

এটি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। সেটি সময়মতো না হওয়ায় বস অস্তিত্ব হলেন।

যুবক জানল সে ব্যর্থ হয়েছে। তার নৃত্ন পাওয়া আত্মবিশ্বাস ক্রমেই বিলীন হতে লাগল।

ভুল হয়েছে কোথায়? সে ভাবল সে প্রায়ই বর্তমানে থাকেছে।

যুবক হতাশ হয়ে তার ঘাড় দুহাতে ধরে ঠেবিলে মাথা ঠেকিয়ে বসে থাকল। সে খুব ক্লান্ত বোধ করল।

সে ভেবে পেল না এরকম পরিস্থিতিতে বৃন্দ কী করতেন।

উত্তর না পেয়ে সে বৃন্দের কাছে ফেরত এল কথা বলার জন্য।

## শেষ

বৃন্দ দেখতে পেলেন যে যুবকের মুখে হতাশার চিহ্ন, তারপরও তিনি স্বাগত জানালেন, ‘আসো, তোমার অপেক্ষায় আছি।’

যুবক বলতে শুরু করল, ‘আপনি বলেছেন যে বর্তমানে থাকা আমার জন্য আরো সুখ ও সাফল্য বয়ে আনবে, যাই করি না কেন।

‘বর্তমানে থাকার জন্য আমি কঠোর চেষ্টা করেছি আর এটি আমার জন্য যে কল্যাণ বয়ে এনেছে তা এরই মধ্যে দেখতে পেয়েছি। কিন্তু তারপরও মনে হচ্ছে কেবল বর্তমানে থাকাই হয়ত যথেষ্ট নয়।’

‘আমি অবাক হচ্ছি না,’ বললেন বৃন্দ। ‘বর্তমানকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে কেবল বর্তমান মুহূর্তে থাকার চেয়েও তোমাকে আরো বেশি কিছু করতে হবে।

‘কিন্তু আমি চেয়েছিলাম তুমি নিজেই এটা আবিষ্কার করো।’

বৃন্দ যুবকের কাছে তার সমস্যার কথা জানতে চাইলেন এবং বললেন, ‘তাহলে তুমি অন্য ব্যক্তির সমর্থনের অভাবকে প্রৱণ করতে চেয়েছ পুরো কাজটি নিজের কাঁধে নিয়ে, সমস্যাটির সমাধান না করেই।’

তারপর তিনি জিজেস করলেন, ‘তুমি বলেছিলে আগেও তুমি এরকম কাজ করেছ তাই কি না?’

‘হ্যাঁ,’ যুবক স্বীকার করল। ‘এটি করেছি কারণ আমি কারো সাথে সরাসরি মোকাবিলায় যেতে চাই না। আমার বস বলেছেন যে অন্যদের ম্যানেজ করা ও নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে আমার সমস্যার কারণ এটি।’

এরপর সে যোগ করল, ‘এটি কেবল কর্মক্ষেত্রেই নয়। আমার প্রয়োজন বান্ধবী বলেছিল যে আমি আমাদের সমস্যাগুলোকেও উপেক্ষা করিব। এটিও আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণের একটি।

‘আর প্রায়ই আমার না- পাওয়া প্রমোশনের কথা মনে করে। আমি জানি না কেন আমি সেটি ভুলতে পারছি না।’

বৃন্দ বললেন, ‘সম্ভবত এটি তোমার কাজে লাগবে:

অতীত থেকে শিক্ষা না নিলে  
অতীতকে ভুলে যাওয়া কঠিন

যখনই তুমি অতীত থেকে শিক্ষা নেবে  
এবং অতীতকে ভুলে যাবে  
তখন তুমি উন্নত করবে তোমার বর্তমানকে

“আমার পছন্দ হয়েছে,” বলল যুবক, “যথেষ্ট কাজের হবে এটি।”

এরপর সে জানতে চাইল, ‘আমি যদি প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাই যে  
আপনি এত কিছু কীভাবে জানেন, তাহলে কি কিছু মনে করবেন?’

বৃন্দ হেসে উঠলেন এবং বললেন, ‘ঠিক আছে, আমি অনেক বছর ধরে  
একটি চমৎকার সংস্থায় কাজ করেছি। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছি তাদের  
কাজ ও জীবন সম্পর্কে লোকজন যা বলে। কেউ কেউ বেশ বাজে সময় পার  
করছিল, আবার কেউ বেশ ভালোই জীবন কাটাচ্ছিল। কিন্তু এদের সবার  
মধ্যে আমি একটা সাধারণ প্যাটার্ন লক্ষ্য করলাম।’

যুবক জিজ্ঞেস করল, ‘যাদের সময়টা বাজে যাচ্ছিল তাদের মধ্যে কী  
লক্ষ্য করেছেন?’

বৃন্দ এই যুবকের মনের কথা বুঝতে পারলেন। “এটা মজার খোঁজীরা  
ভালো ছিল তাদের কথা তুমি প্রথমে জানতে চাইলে না।”

“ওহহো, ভুল হয়ে গেছে,” বলল যুবক।

“এরকম ভুল হওয়া ঠিক আছে,” বললেন বৃন্দ। তুমি যাচাই করে দেখতে  
পারো কেন তুমি ভুলটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ এবং সেটি তোমার জন্য কাজ  
করে কি না দেখো।”

এরপর বৃন্দ বললেন, ‘আমি জানি তোমার কিছু সমস্যা হচ্ছে, তাই আসো  
সেটা নিয়ে আলাপ করি।

‘যারা সমস্যাক্রান্ত সময় পার করছিল তাদের বেশিরভাগই অতীতের কোনো ভুল নিয়ে দুশ্চিন্তা করত, কিংবা ভবিষ্যতে তারা যে ভুল করতে যাচ্ছে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকত,’ বললেন বৃন্দ। ‘কেউ কেউ অতীতে তাদের প্রতি করা কোনো অবিচারের জন্য ক্ষোভ নিয়ে থাকত।’

‘আমি সেই অনুভূতির কথা জানি,’ বলল যুবক।

‘অন্যদিকে যারা ভালো করছিল তারা পুরো মনোযোগ দিচ্ছিল তাদের বর্তমান মুহূর্তে, হাতে সে মুহূর্তে যে কাজ আছে তাতে। অন্য সবার মতোই তারাও ভুল করেছে, কিন্তু তারা সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পেরেছে, তারপর সেসব ভুল ভুলে গেছে, এবং অন্য কাজে হাত দিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে। আর ভুল কোনখানে হয়েছিল সেটি নিয়ে তারা বেশি কথা বলত না।’

বৃন্দ বলে চললেন, ‘আমার কাছে মনে হয়েছে, অতীতের দিকে তাকিয়ে সেখান থেকে শিক্ষা নেয়ার পরিবর্তে তুমি অতীতকে কেবল উপেক্ষা করেছ।

‘অনেকেই অতীতে তাকানো এড়িয়ে চলে, কারণ তারা সেই অতীত দ্বারা সমস্যাক্রান্ত হতে চায় না। তারা বলে, ‘আমার অতীত কর্মই আমাকে এখানে এনেছে।’ তারা নিজেদের কাছে জানতে চায় না যে অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে, এবং অতীতে যা কাজ করেনি সেখান থেকে শিক্ষা নিলে তারা আজ কোথায় থাকত।

‘এর ফলে তারা খুব অল্পই শেখে, কিংবা কিছুই শেখে না।’

যুবক বলল, ‘তাহলে, আমার মতোই, তারা একই ভুল করে যেতে থাকত। সেসব ক্ষেত্রে তাদের বর্তমান সেই অতীতের মতোই।’

‘ভালো বলেছ,’ বললেন বৃন্দ। ‘যখন তুমি অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার জন্য তোমার অনুভূতিকে ব্যবহার করো না তখন তুমি বর্তমানকে উপভোগ করার আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হও। যখন তুমি সত্যিই অতীতকে কিছু শিখেছ, তখন বর্তমানকে উপভোগ করাও সহজ হয়ে যায়।

‘এটি সত্য যে কারোরই অতীতে বাস করা উচিত নয়। তাহলে তুমি তো বর্তমানে থাকতে পারবে না অতীতকে ব্যবহার করে উচিত সেখানকার ভুলসমূহ থেকে শেখার জন্য। কিংবা, অতীতে যদিও তুমি ভালো করে থাকো তাহলে সেখান থেকেও শিখতে পারো এবং সেইসাফল্যের উপর ভিত্তি করে কাজের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে যেতে পারো।’

যুবক এবার একটু বিভ্রান্ত বোধ করল। জানতে চাইল, ‘কখন আমি বর্তমানে থাকব, আর কখন আমি অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব?’

“খুবই ভালো প্রশ্ন,” বললেন বৃন্দ। “দেখো, এটা তোমার কাজে লাগবে:

# যখনই তুমি বর্তমানে অসুখী হবে এবং বর্তমানকে আরো বেশি উপভোগ করতে চাইবে তখনই অতীত থেকে শিক্ষা নেয়ার সময় কিংবা সময় নৃতন ভবিষ্যৎ তৈরিরও

“দুটি জিনিস তোমার বর্তমানে থাকার আনন্দকে লুট করতে পারে। একটা হলো তোমার অতীত সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা, আরেকটা হলো তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা।

বৃন্দ বললেন, ‘তুমি শুরু করতে পারো অতীত সম্পর্কে তুমি কী ভাবো তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

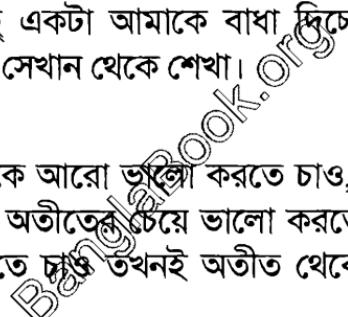
‘এরপর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথা বলব,’ বললেন বৃন্দ।

যুবক বলল, ‘তাহলে যখনই আমার মনে হবে বর্তমানে থাকা এবং বর্তমানের কাজকে ভালোভাবে করতে কিছু একটা আমাকে বাধা দিচ্ছে তখনই সময় অতীতের দিকে তাকানোর এবং সেখান থেকে শেখা।

‘হ্যাঁ,’ জানালেন বৃন্দ।

‘শেখার সময় হলো যখনই তুমি বর্তমানকে আরো ভালো করতে চাও,’ যোগ করলেন বৃন্দ। ‘যখনই তুমি বর্তমানকে অতীতের চেয়ে ভালো করতে চাও, বর্তমানকে আরো বেশি উপভোগ করতে চাও তখনই অতীত থেকে শিক্ষা নেয়ার সময়।

‘যখন তুমি নিজেকে বিধ্বস্ত মনে করো, কিংবা তোমার মধ্যে অতীতের কোনো নেতিবাচক চিন্তা বর্তমানের আনন্দকে মাটি করে দেয় তখনই সময় অতীতের দিকে তাকানোর এবং সেখান থেকে শেখার।’



যুবক জানতে চাইল, ‘যখন আমি নেতিবাচক কিছু অনুভব করছি তখনই  
কেন শেখার ভালো সময়?’

বৃন্দ বললেন, ‘কারণ তখন তুমি তোমার অনুভূতিকে ব্যবহার করতে  
পারো শেখার জন্য।’

‘তাহলে আমি কীভাবে শিখব?’

বৃন্দ বললেন, ‘অতীত থেকে শেখার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো  
নিজেকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা এবং সেগুলির উত্তর আন্তরিকভাবে দেয়া,  
সেইসাথে প্রকৃত অনুভূতির প্রকাশ ঘটানো:

‘অতীতে কী ঘটেছে?’

‘আমি সেখান থেকে কী শিখেছি?’

‘এখন আমি ভিন্নভাবে কী করতে পারি?’

যুবক একটু চিন্তা করল এবং বলল, ‘তার মানে আপনি অতীতে যেসব  
ভুল করেছেন সেগুলির দিকে তাকাবেন, তখন আপনার অনুভূতি কেমন  
হয়েছিল তা বোঝার চেষ্টা করবেন। এরপর আপনি বের করবেন সেরকম  
পরিস্থিতিতে আপনি এখন ভিন্নভাবে কী করতে পারেন।’

‘হ্যাঁ। আর এটি করার জন্য তোমাকে নিজের প্রতি নির্দয় না হলেও  
চলবে। মনে রাখবে, সে সময়ে তুমি তোমার সর্বোত্তমটিই করেছিলে, যা তুমি  
জানতে তার উপরই কাজ করেছ। এখন তুমি আগের চেয়ে ভালো জানো,  
তাই এখন তুমি আরো ভালো করতে পারবে।’

যুবক বলল, ‘তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে আপনি যদি একইরকম  
আচরণ করেন তাহলে একই ফল পাবেন। কিন্তু যখন আপনি ভিন্ন আচরণ  
করবেন, তখন ভিন্ন ফল পাবেন।’

বৃন্দ বললেন, ‘হ্যাঁ, খুশির কথা হলো এই যে যত বেশি তুমি অতীত থেকে  
শিক্ষা নেবে তত অতীত সম্পর্কে আক্ষেপ কমবে। আর তত্ত্বাত্মক বর্তমানে  
থাকতে পারবে।’

বৃন্দের কাছ থেকে চলে আসার আগে যুবক আরো কিছু তার নোটবুকে  
লিখে নিল:

অতীতে কিছু ঘটার সময়  
তুমি কেমন বোধ করেছিলে  
তা মনে করো

সেখান থেকে মূল্যবান কিছু শেখো  
সেই শিক্ষা ব্যবহার করো  
আজকের দিনে তোমার  
কাজ ও জীবনকে  
আরো বেশি উপভোগ করার জন্য

তুমি অতীতকে বদলাতে পারবে না  
কিন্তু সেখান থেকে শিক্ষা নিতে পারো

আবার সেই একইরকম পরিস্থিতি আসলে  
তুমি ভিন্নভাবে সেটি মোকাবেলা করতে পারো

আর এভাবেই আজকের দিনে তুমি  
আরো বেশি সুখী ও কার্যকর  
হতে পারো

পরদিন তার কাজে যাওয়ার সময় যুবক বৃন্দের কথাগুলি চিন্তা করল।

সেদিন সে পুরোপুরি বর্তমানে থাকার চেষ্টা করল, এবং অতীত থেকে শিখার সুযোগের অপেক্ষায় থাকল।

তার সেই সহকর্মী যখন আবার তার কাজ করতে ব্যর্থ হলো তখন যুবক ওই ব্যক্তির সাথে সরাসরি কথা বলল।

প্রথমে সেই ব্যক্তি আক্ষেপ করল এবং যুবকের কথার প্রতিবাদ করতে চাইল। কিন্তু তাদের আলোচনার শেষে সে ব্যক্তি বুঝতে পারল যে যুবক তার সাথে আন্তরিকভাবেই কথা বলেছে। সে ঠিকভাবে কাজটি করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারল, এবং সে জানাল যে সে এখন থেকে কাজ ঠিকমতোই করবে।

অতীত থেকে সে শিখতে পেরেছে এটি ভেবে যুবক খুশি হলো, এবার সে অতীতের চেয়ে ভিন্নভাবে কাজ করতে পেরেছে। পরের সপ্তাহে তার এই শিক্ষা বেশ কাজে দিল। সে প্রতিদিন তার কাজে আরো দক্ষ ও কার্যকর হিসেবে আবির্ভূত হলো।

কর্মক্ষেত্রে অন্যদের সাথে তার সম্পর্কের উন্নতি হলো। এর ফলস্বরূপ, তার বস তাকে আরো বেশি দায়িত্ব দিল এবং তাকে প্রমোশন দিল।

ব্যক্তিগত জীবনে, সেই সুন্দরী যুবতীর সাথে তার সাক্ষাৎ ক্রমেই বাড়তে থাকল এবং এমন একটা পর্যায়ে গেল যা উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কিছু দিনের জন্য ওই যুবক চমৎকার কাজ করল।

কিন্তু তার কাজের চাপ ক্রমেই বাড়তে থাকল, নৃতন পদের চাহিদা অনুসারে একটার পর একটা কাজ আসতে লাগল, সেগুলির কোনটি আগে কোনটি পরে করবে তা নিয়ে বিপদে পড়ল সে যুবক।

এই কাজের চাপের মধ্যেও তার গভীর শ্বাস নেয়ার কথা মনে হতো, আর সেটি করে বর্তমানে মনোনিবেশ করলে তার ভালো লাগতে না।

তারপরও, প্রতিদিন সকালে তার কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি হতো থাকল।

সে দৈনন্দিন কাজের তালিকা তৈরি করত ন্যায়বং নিশ্চিত ছিল না কোন কাজের পর কোনটি করবে, কোনটি আগে আর কোনটিই বা পরে করা দরকার। সময় খুবই অল্প ভেবে সে প্রতিদিন সকালে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত,

একটা পর একটা কাজ করে যেত। এটা দেখে তার বস চিন্তা করতে লাগল  
এই যুবককে প্রমোশন দেয়া ঠিক হয়েছে কি না।

আবার হতাশ হয়ে এবং ঠিক কী করবে বুঝতে না পেরে যুবক দেখা  
করতে আসল বৃদ্ধের সাথে।

## তৈরি করা

“কেমন আছো?” জানতে চাইলেন বৃদ্ধ।

যুবক অস্বস্তি নিয়ে হেসে বলল, “কিছুদিন ভালোই যায়, আর কিছু  
খারাপ।” তারপর সে তার সমস্যার কথা খুলে বলল।

“আমি ঠিক বুঝতে পারছি না,” বলল যুবক। “আমি প্রায়ই পুরোটাই  
বর্তমানে ডুবে যাই।

“আমি খুব দ্রুত কোনো কাজের মধ্যে ডুবে যেতে পারি এবং গভীর  
মনোযোগসহ কাজ করতে পারি বলে অন্যরা প্রশংসা করে।

“আমি অতীতের শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছি, অতীত আক্ষেপসমূহে বাস না  
করেই। আমি যা শিখেছি তা ব্যবহার করি এবং এখন আমি ভালো করছি।

“তারপরও আমি সব কাজ করে উঠতে পারছি না। মনে হয় এই চাকরিটা  
আমার যোগ্যতার তুলনায় অনেক বড়।”

বৃদ্ধ মাথা ঝাঁকালেন। “এই মুহূর্তে, এটি মনে হতেই পারে। এই বর্তমানে  
থাকার আরেকটি উপাদান আছে যা তুমি এখনও আবিষ্কার করোনি।

“হ্যাঁ, তুমি অতীত থেকে শিখছ, এবং সেসব শিক্ষা কাজে লাগিয়ে  
বর্তমানকে আরো ভালো করছ। তুমি পুরোটাই বর্তমানে থাকছ বর্তমানকে  
ভালোবাসছ, হাতের কাজটিতে মনোযোগ দিচ্ছ। এখন তুমি আশ্রে চেয়ে  
চারপাশ সম্পর্কে অনেক সজাগ। তাই তুমি অনেক অগ্রসর হচ্ছ।

“তারপরও, তুমি এখনও তৃতীয় উপাদানের গুরুত অনুধাবন করোনি,  
সেটি হলো - ভবিষ্যৎ।”

যুবক বলল, “কিন্তু আমি যখন ভবিষ্যতে ব্যস্ত কোরি, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা  
করি তখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। আমি জানি আমি যখন আমার স্বপ্নের বাড়ির  
কথা ভাবি, কিংবা আমার কাঙ্ক্ষিত প্রমোশনের কথা ভাবি, কিংবা আমি যে  
সংসার চাই তার কথা ভাবি, তখন আমি আর বর্তমানে বাস করছি না। তখন  
আমি হারিয়ে যাই।”

বৃন্দ বললেন, “সেটি সত্য। ভবিষ্যতে বাস করা, ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি চিন্তা করা ঠিক না, কারণ তাতে তুমি উদ্বেগ ও দুচিন্তার মাঝে হারিয়ে যেতে পারো, তবে ভবিষ্যৎ তৈরি করা খুবই বিজ্ঞের কাজ।

“বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ আরো ভালো করার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো ভাগ্যের উপর ছেড়ে না দিয়ে ভবিষ্যৎকে তৈরি করতে সাহায্য করা।

‘তুমি যদি ‘ভাগ্যবান’ হয়েও থাকো, তোমার সৌভাগ্য যেকোনো সময় উধাও হতে পারে। আর সেটি তোমাকে আরো সমস্যায় ফেলতে পারে। তাই ভালো ভবিষ্যৎ পাওয়ার জন্য তুমি কেবল সৌভাগ্যের উপর নির্ভর করতে পারো না।’”

“‘ভবিষ্যৎ তৈরি করতে সাহায্য করা’ বলতে আপনি আসলে কী বোঝাচ্ছেন?” জানতে চাইল যুবক। ‘আর এই ভবিষ্যৎ তৈরি করা কীভাবে বর্তমানে থাকার সাথে সম্পর্কিত?’

‘ঠিক আছে, আমরা সবাই ভবিষ্যতের কিছু অংশ তৈরি করতে সাহায্য করি, আমরা যদিও তা উপলব্ধি করি না’ বললেন বৃন্দ।

“এটি ঠিক যে কেউই ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

‘তারপরও আমরা আজ যা বিশ্বাস করি এবং যেভাবে কাজ করি, এই বর্তমানে, সেটিই আগামীকালের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তৈরি করে।

‘ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমার যদি নেতৃত্বাচক চিন্তা থাকে, কর্মক্ষেত্রে কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে, এবং তোমার আজকের কাজগুলি যদি নেতৃত্বাচক হয়, সেগুলি আগামীকাল আরো খারাপ ফল দেবে।’

“তাহলে,” বলল যুবক, “আমার আজকের চিন্তা ও কাজ যদি ইতিবাচক হয়, আমি আরো ভালো আগামীকাল তৈরি করতে সাহায্য করছি!”

‘হ্যাঁ, তুমি এটাতে আস্থা রাখতে পারো,’ বললেন বৃন্দ। ‘এটি সেভাবেই কাজ করে - সবার জন্য।’

এরপর বৃন্দ বললেন, ‘যদি তুমি ভবিষ্যৎ তৈরিতে সহায্য করতে চাও, শুরু করো বর্তমানে থেকে। আগে সমাদর করো বর্তমান যা আছে তার, এই মুহূর্তে যা আছে তার।

‘এরপর একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ তোমার কাছে কেমন দেখাবে তা কল্পনা করো, আর সেটি ঘটার জন্য বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা তৈরি করো, এরপর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে থাকো।’

‘তাহলে প্রথমে আমি যা করব তা হলো ভবিষ্যৎকে কল্পনার চোখে  
দেখা?’

‘হাঁ। পুরোপুরি, বিস্তৃতভাবে - যাতে এটি তোমার কাছে বাস্তব মনে হয়।

‘এরপর, একটা পরিকল্পনা তৈরি করো। এটি তোমার জন্য  
দিকনির্দেশক যন্ত্র যা পথ দেখাবে, কোনদিকে যাচ্ছ তা বুঝতে পারবে এর  
মাধ্যমে এবং সেই ভবিষ্যৎকে বাস্তব করতে বর্তমানে যা করা দরকার তাতে  
মনোযোগ দিতে সাহায্য করবে।

‘পরিকল্পনা করা এবং সে অনুসারে প্রতিদিন কিছু কাজ করার মাধ্যমে  
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভয় ও অনিশ্চয়তা কমে যাবে। কারণ তুমি প্রতিদিনই  
তোমার কাঙ্গিত ভবিষ্যতের জন্য কিছু না কিছু করছ, তুমি কাজ করছ  
ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য। তুমি জানো তুমি কী করছ এবং কেন করছ, তুমি  
দেখতে পাচ্ছ তোমার এই কাজ তোমাকে নিয়ে যাবে তোমার কাঙ্গিত  
ভবিষ্যতের নিকট।

‘তুমি এভাবে চিন্তা করতে পারো:

**কেউই ভবিষ্যৎ আন্দাজ করতে  
কিংবা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না**

**তবে, তুমি যত পরিষ্কার  
ভবিষ্যতের চিত্র দেখতে থাকবে**

**যত বেশি ভবিষ্যতের জন্য  
পরিকল্পনা করবে**

**এবং সেটি ঘটানোর জন্য  
আজকের দিনে কিছু করবে**

# তত তুমি দুশ্চিন্তামুক্ত থাকবে বর্তমান সময়ে

আর তত বেশি ভবিষ্যৎ তোমার কাছে  
জানা হয়ে যাবে

বৃন্দ বলে চললেন, ‘কর্মক্ষেত্র এবং ব্যক্তিগত জীবন উভয়ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কল্পনা করা, পরিকল্পনা করা এবং কাজ করার অভাবই হলো সাধারণ কারণ যার জন্য আমরা যা হতে পারতাম তা হতে পারিনা।’

যুবক জিজ্ঞেস করল, ‘তাহলে, আমি কখন এই ভবিষ্যৎ তৈরিতে সাহায্য করব?’

বৃন্দ বললেন, ‘বর্তমানে যা আছে তার সমাদর করার পর, বর্তমানে যা আছে তার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়ার পর। এরপর যখনই ভবিষ্যৎকে বর্তমানের চেয়ে আরো ভালো করতে চাইবে তখন।’

যুবক জানতে চাইল, ‘আর সেটি করার উন্নত উপায় হিসেবে আপনি কী জেনেছেন?’

‘ভবিষ্যৎ তৈরিতে সাহায্য করার উপায় হলো এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া:

‘এই মুহূর্তে ইতিবাচক কী আছে আর এতে আমার অনুভূতি কেমন হচ্ছে?’

‘একটা চমৎকার ভবিষ্যৎ কেমন দেখাবে?’

‘সেটি ঘটানোর জন্য আমার পরিকল্পনা কী?’

‘সেটি যাতে ঘটে সেজন্য আজ আমি কী করছি?’

‘তুমি যে ভবিষ্যৎ চাচ্ছ সেটিকে যত বিস্তৃতভাবে আঁকতে পারবে, এবং সেটি যে সম্ভব সেই বিশ্বাস নিজের মধ্যে আনতে পারবে, তার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা ততই তোমার জন্য সহজ হবে।

‘তোমার যখন পরিকল্পনা আছে, তুমি সেটিকে সম্পূর্ণাধন করতে পারো, নৃতন তথ্য ও অভিজ্ঞতায় সেটিকে আরো বাস্তুকরে তুলতে পারো; এই

পরিকল্পনা হবে একটি জীবন্ত পরিকল্পনা, যেটিকে তুমি অনেক বাস্তবসম্মত, অর্জনযোগ্য করে তুলতে পারো।

“গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রতিদিনই কিছু করা, যদিও মনে হতে পারে কাজটি ছোট, তারপরও প্রতিদিন কিছু না কিছু করতে হবে সেই ভবিষ্যৎকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য।”

যুবক লিখল:

**উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ**  
**দেখতে কেমন হবে**  
**তা আজ থেকেই দেখা শুরু করো**  
  
**একটা বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা করো**  
  
**এবং সেটি ঘটানোর জন্য**  
**প্রয়োজনীয় সবকিছু করতে থাকো**

যুবকের চোখে আলোর ঝিলিক খেলে গেল। “এই তিনটি ধাপ আসলে খুবই কাজের। আমি যখন এর কোনোটি করি না, আমি আমার পথ হারাই।

“আমি সন্তুষ্ট এমনসব বিষয়ে বেশি সময় ব্যয় করি যা কাজের ন্যায়ে ব্যবহার করতে পারি না।”

“আমি এখন দেখতে পাচ্ছি কেন আমার কাছে কাজের স্তুপ জমছে। কেন নিজেকে কাজে নিমজ্জিত মনে হচ্ছে। আমি কল্পনায় ভবিষ্যৎকে দেখা, কল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করার জন্য সময় ব্যয় করি না।”

বৃদ্ধ বললেন, “তুমি বর্তমানে থাকার তিনটি অংশকে একটি ক্যামেরার ট্রাইপড হিসেবে দেখতে পারো যার উপর ভর করে থাকে সেই মূল্যবান ক্যামেরা, ট্রাইপডের তিনটি পায়ের উপর ভর করে সেটি সাম্যাবস্থায় থাকে।

এই তিনটি উপাদান হলো: বর্তমান মুহূর্তে থাকা; অতীত থেকে শেখা; এবং ভবিষ্যৎ তৈরি করতে সাহায্য করা।

“যেকোনো একটি পা সরিয়ে নাও, ট্রাইপড উল্টে পড়বে। তিনটি পায়ের সমন্বয়ে এটি সাম্যাবস্থা বজায় রাখবে। তোমার কর্মক্ষেত্রে ও জীবনের ক্ষেত্রেও তাই।

‘তারপরও, তুমি যদি বর্তমানে না থাকো তাহলে বুঝতে পারবে না এখন কী ঘটছে। তুমি যদি অতীত থেকে না শেখো, তুমি ভবিষ্যৎ তৈরির জন্য প্রস্তুত না। আর তোমার যদি ভবিষ্যতের জন্য কোনো পরিকল্পনা না থাকে, তুমি স্নোতে ভাসা পদ্ধ।

‘তুমি যখন তোমার কাজ ও জীবনকে বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতের সমন্বয়ে গড়ে উঠা ট্রাইপডে সাম্যাবস্থায় রাখো তখন একটা পরিস্কার চিত্র দেখতে পাও।

“এবং তখন সামনে যাই আসুক না কেন সেটিকে মোকাবেলা করতে পারবে আরো ভালোভাবে।”

~~~

বৃন্দ যা বললেন তার উপর চিন্তা করে যুবক কাজে ফিরল। এখন তার কাজে সে আরো বেশি উৎসাহী এবং প্রতিটি বিষয়ে স্বচ্ছতা আরো বেশি দৃশ্যমান।

প্রতিদিন সকালে সে কল্পনায় দেখত সেদিন সে কী কী করতে চায় এবং সে অনুসারেই সারাদিনের পরিকল্পনা তৈরি করত, যদিও দিনের বিস্ময়সমূহকে বিবেচনার জন্য প্রস্তুত থাকত। তারপর পরিকল্পনামতো কাজ করত। এভাবেই সে সপ্তাহের ও মাসের কাজের লক্ষ্য নির্ধারণ করত।

মিটিঙের আগে দেখে নিত সে কী কী অর্জন করতে চেয়েছে।

কোনো ডেলাইন সম্পর্কে জানলেই সেটিকে শিডিটলে যোগ করত, প্রতিটি কাজের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে<sup>ook</sup>।

সে তার ব্যক্তিগত জীবনেও এরকম পরিকল্পনার ব্যবহার শুরু করল। সে বিভিন্ন বিষয় ক্যালেন্ডারে নিয়ে আসল এবং অনুসারে পরিকল্পনা করল।

বন্ধুদের সাথে দেখা করার সময় স্কুলখানে যাওয়ার জন্য বাড়িতি সময় যোগ করে নিত। বাড়িতে ও কর্মক্ষেত্রে সে কোনো কাজ শেষ মুহূর্তে করার অভ্যাস ত্যাগ করল।

ভবিষ্যতের কল্পনা করে এবং তার জন্য পরিকল্পনার মাধ্যমে সে বর্তমানকে আরো ভালো করে তুলল। এখন সে অন্যদের আরো উদ্দীপিত করতে পারে এবং আরো বেশি অর্জন করতে পারে। নিজেকে এর চেয়ে বেশি সুখী আর কখনও মনে হয়নি, পুরো জীবন এখন তার নিয়ন্ত্রণে।

কিছুদিনের মধ্যেই তার বস দেখতে পেল সেই যুবক কতটা কার্যকর, আর তাই তাকে আরেকটা প্রমোশন দিলো।

আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো, সেই যুবক তার জীবনসঙ্গীর সাথে জোট বেঁধেছে এবং একসাথে তারা তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা তৈরি শুরু করেছে।

যুবক এখন প্রতিদিন কাজে যায়, আর যা শিখেছে তা ব্যবহার করে: বর্তমানে থাকা, অতীত থেকে শেখা, এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণে সাহায্য করা।

এর ফল সে পাচ্ছিল। সে তার কাজে বেশ ভালো করছিল, সহকর্মীদের শুদ্ধা পাচ্ছিল, এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে সে প্রতিটি কাজ করতে পারছিল।

তারপর একদিন যুবক একটি বাজেট মিটিঙে যোগ দিল। সে জানত যে তার কোম্পানির বর্তমান পণ্যসমূহের বিক্রি অনেক কমে গেছে। অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিয়েছে, কিন্তু তারপরও স্বীকার করতে হবে যে তাদের প্রতিযোগীদের পণ্য ঠিকই বিক্রি হচ্ছে, কারণ তারা কম মূল্যে ভালো পণ্য দিচ্ছিল।

তাই মিটিঙে যখন ফিন্যান্সের লোকজন সবকিছুতে ব্যয় করানোর সুপারিশ করল তখন সে মোটেও বিস্মিত হয়নি। সবক্ষেত্রে ব্যয় করানোর মানে হলো সে এবং আরো অনেকে হয়ত কিছু কর্মী হারাবে।

মিটিঙের সময় কী ঘটছে তার উপর সে পুরো মনোযোগ দিল। সে শুন্তে পেল একজন বলছে ব্যাংকাররা সুপারিশ করেছে যাতে ~~রিস্ক~~ এন্ড ডেভেলপমেন্ট খাতের কাজ অন্তত এক বছরের জন্য বন্ধ রাখা হয়। এতে দ্রুত কিছু টাকা বাঁচানো যাবে। মিটিঙে উপস্থিত অনেকেই ~~মাথা~~ বাঁকিয়ে জানাল যে প্রস্তাবটা কাজের।

কিন্তু একজন নারী কথা বললেন যে তারা কেউজাসল সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিচ্ছে না। যুবকের মনের মধ্যেও ঠিক ~~ঝুঁঝু~~ কথাটিই উঁকি দিচ্ছিল।

তখন যুবক বলল, ‘সন্তুষ্ট আমাদের আসল সমস্যা হচ্ছে আমাদের প্রতিযোগীদের তুলনায় আমাদের পণ্যসমূহ তেমন ভালো নয়। আমরা যদি গবেষণা ও উন্নয়নে টাকা ব্যয় করি তাহলে কিছু টাকা বাঁচাতে পারব

সত্য। তবে আমরা যদি নিজেদের প্রতি বিনিয়োগ না করি এবং ভবিষ্যতের জন্য আরো উন্নত নৃতন পণ্য তৈরি না করি তাহলে পুরো কোম্পানিই বিপদে পড়তে পারে, এমনকি কয়েক বছরের মধ্যে ব্যবসা গুটানোর দরকার হতে পারে।”

তার এই মন্তব্য সেই দলের মধ্যে বেশ বড়সড় আলোচনার সূত্রপাত করল।

পরের সপ্তাহে, তাদের বসের কাছ থেকে সমর্থন নিয়ে, সেই যুবক তাদের নৃতন পণ্য থেকে কাস্টমাররা কী পেতে চায় সে বিষয়ে জেনে একটি প্রতিবেদন তৈরি করল।

যখন সে সন্তান্য নৃতন পণ্যের বর্ণনা দিতে লাগল সে দেখতে পেল সামনে কোম্পানির জন্য চমৎকার দিন আসছে।

পরের কয়েক মাসে আরো কিছু লোক কল্পনায় সেসব পণ্য দেখতে শুরু করল এবং সে অনুসারে ক্রেতাদের কাঞ্চিত পণ্য ডিজাইন করতে লাগল।

সবগুলি নৃতন পণ্যই যে খুব ভালো কিছু হলো তা নয়, তবে এর মধ্যে একটি পণ্য বেশ সাড়া ফেলে দিল, এবং কোম্পানি দ্রুত ফুলেফেঁপে উঠতে লাগল।

যুবক কৃতজ্ঞবোধ করল যে সে এখন ভবিষ্যৎ নির্মাণে সাহায্য করতে শিখেছে, যেখান থেকে সে নিজে এবং তার কোম্পানি উপকৃত হয়েছে।

~~~~~

আরো কয়েক বছর চলে গেল। সে যুবক এখন পুর্ণবয়স্ক মানুষ।

সে বৃদ্ধের সাথে যোগাযোগ রেখে চলল, যিনি তাকে আরো সুখী, সফল ও কার্যকর দেখে খুশি হতেন।

যুবক তার কাজ ও ব্যক্তিগত জীবন উপভোগ করছিল।

তারপর একদিন সেই অলঙ্ঘনীয় ব্যাপারটা ঘটল।

বৃদ্ধ মারা গেলেন।

তাঁর বিজ্ঞ কথা আর শোনা যাবে না।

যুবক স্তুক হয়ে গেল। বুঝতে পারল না কী করবে।

বৃদ্ধের শেষকৃত্যে শহরের গণ্যমান্য নর- নারীরা উপস্থিত হলো, বৃদ্ধ যেসব ক্লাব স্পন্সর করতেন সেসব থেকে বালক বালিকারাও আসল।

অনেকেই সেই বৃন্দ সম্পর্কে অসাধারণ সব কথাবার্তা বলল। তিনি মানুষের জীবনকে কীভাবে বদলে দিয়েছেন সে কথা বলল অনেকেই।

যুবক বসে থেকে সেসব শুনছিল আর ভাবছিল সত্যিই কী অসাধারণ মানুষ ছিলেন এই বৃন্দ। তাঁর মতো কত মানুষের জীবনটাকেই না তিনি ইতিবাচকভাবে পাল্টে দিয়েছেন।

যুবক ভাবল, “সেই বৃন্দের মতো হতে আমি কী করতে পারি, আর কীভাবে অন্যদের সাহায্য করতে পারি?”

~~~

উত্তর খুঁজতে খুঁজতে যুবক একদিন চলে গেল সেই পাড়ায় যেখানে বৃন্দ বাস করতেন, যেখানে সে বাল্যকালে অনেক সুন্দর সময় কাটিয়েছে।

কয়েকবছর আগে তার পিতা- মাতা সেই এলাকা থেকে চলে গেছে অন্য জায়গায়, আর তাই কেবল সেই বৃন্দকে দেখার জন্যই সে এখানে আসত।

‘বৃন্দের বাসা এখন পুরো ফাঁকা, বারান্দায় বিক্রয় হবে’ বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে। সে সামনের গাড়িবারান্দায় ঝোলানো দোলনাটা দেখতে পেল। বৃন্দ এই দোলনায় কত না সন্ধ্যা কাটিয়েছেন।

সে হেঁটে সেই গাড়ি বারান্দায় গেল এবং দোলনায় উঠে বসল। মনে হলো এই দোলনার রশি ছিঁড়ে পড়বে। দোলনায় দুলতে দুলতে সে কেবল রশির ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ শুনতে পেল। আর সব শান্ত।

বৃন্দের কাছ থেকে যা কিছু শিখেছে তার সবকিছু সম্পর্কে সে ভাবল।

সে জানত যে বর্তমানকে কীভাবে উপভোগ করতে হয় তা সে আবিষ্কার করতে পেরেছে।

সে এখন বেশিরভাগ সময়ই বর্তমানে থাকতে পারে, বর্তমানে যা করছে তাতে মনোযোগ দিতে পারে, আজকের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ তাতে মনোসংযোগ করতে পারে।

আর এটা যে কত কাজের সেটিও সে বুঝতে পেরেছে।

সে যা করছে তাতে যখনই মনোসংযোগ করত, সে সেখা বোধ করত এবং সে আরো কার্যকর ও সফল বোধ করত নিজেকে।

অতীত থেকে যা শিখেছে তা সে ব্যবহার করত বর্তমানকে আরো ভালো করার জন্য। অতীত থেকে শিক্ষা নেয়ায় সে আগের ভুল আর করত না।

সে আরো আবিষ্কার করেছে যে ইতিবাচকভাবে ভবিষ্যৎ নির্মাণে সাহায্য করলে ভবিষ্যৎ সত্ত্বাই আরো ভালো হতে পারে। কিন্তু তারপরও তার মনে হতো সবকিছু একটা বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা দরকার, বিশেষ করে এখন সে আর বৃদ্ধের উপর নির্ভর করতে পারে না।

সে চোখ বন্ধ করল এবং ধীরে ধীরে দোলনায় দোল খেতে লাগল। তার পুরো মনোযোগ এখন বর্তমানে। নিজেকে প্রশান্ত মনে হলো।

ধীরে ধীরে সে বৃদ্ধের উপস্থিতি টের পেতে লাগল। একসময় তার মনে হলো বৃদ্ধ এখন তার পাশে বসে আছে।

সে যেন বৃদ্ধের কথা শুনতে পাচ্ছে। তাঁর সাথে সব আলাপ যেন একটার পর একটা ভেসে আসছে তার কানে। আবার তাঁর প্রজ্ঞা অনুভব করল সে, বৃদ্ধের সহযোগিতাও অনুভব করল।

সে ভেবে অবাক হলো বৃদ্ধ কেন তাকে এবং আরো অনেককে এই বিশেষ উপহার সম্পর্কে শিখতে সাহায্য করেছেন।

বৃদ্ধের সময়ের দাবিদার নিশ্চয় অনেকেই ছিল। অনেক কিছুই তাঁকে করতে হতো সেই সময়ে। সেই মূল্যবান সময়কে নিজের স্বার্থসিদ্ধির কোনো কাজে না লাগিয়ে কেন তিনি ব্যয় করেছেন অন্যদের সাথে এই বিশেষ উপহার শেয়ার করার জন্য?

চোখ বন্ধ রেখে পুরো মনোযোগ এই প্রশ্নে দিয়ে ঘুবক দোলনায় সামনে পেছনে দুলতে লাগল। ধীরে ধীরে তার সামনে উত্তরটি হাজির হতে লাগল।

বৃদ্ধ এসব করতেন কারণ তাঁর নিজের বাইরেও জীবনের একটি উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য - যেজন্য তিনি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতেন ছিল যত বেশিসংখ্যক সন্তুষ্টি মানুষকে কাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে আরেকস্থানী কার্যকর ও সফল হতে সাহায্য করা।

সেই বৃদ্ধ যা কিছু করেছেন তা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য জেনেগুনেই করেছেন।

বিশেষ উপহার সম্পর্কে অন্যদের সাথে শেয়ার করা কোম্পানির মিটিং পরিচালনা করা, পরিবার ও বন্ধুদের সাথে অনুসন্ধি সময় কাটানো যাই হোক না কেন সেই বৃদ্ধ কাজ করেছেন আর জীবনযাপন করেছেন সেই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখেই।

আর এই উদ্দেশ্যাই তাঁর বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎকে একসাথে গেঁথে  
রেখেছে ... এবং তাঁর জীবনকে দিয়েছে বৃহত্তর তাৎপর্য।

যুবক চোখ খুলে তাকাল। তাহলে এই! এই সেই সুতো যা সবকিছুকে  
গেঁথে রেখেছে একসাথে।

যুবক তার নোটপ্যাড নিল। সেখানে লিখল:

## বর্তমানে থাকা, অতীত থেকে শেখা এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণে সাহায্য করাই সব নয়

যখন তুমি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করো ও  
জীবনযাপন করো

এবং  
বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে  
গুরুত্বপূর্ণ কাজ করো  
তখনই সেটি  
অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে

যুবক থামল এবং যা লিখেছে তার দিকে তাকাল। ভেবে দেখল এগুলির  
অর্থ কী।

সে বুবল যে উদ্দেশ্য থাকা মানে কেবল কিছু করা না, কেন্ত্রীয় সেটিও  
জানা।

উদ্দেশ্যের সাথে কাজ করা এবং জীবনযাপন করা বিশাল কিছু না, কিংবা  
জীবন পরিকল্পনাও নয়। এটি প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষমতাহারিক পথ।

উদ্দেশ্য থাকা মানে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠা এবং দেখা আপনার  
কাজের ফলে নিজের ও অন্যদের জন্য দিনটি কী বয়ে আনবে।

সে উপলক্ষি করল:

তুমি কীভাবে সাড়া দেবে  
তা নির্ভর করে তোমার উদ্দেশ্যের উপর

তুমি যখন সুখী হতে চাও  
এবং কার্যকর হতে চাও  
তখন সময় হলো  
বর্তমানে থাকা

যখন তুমি চাও  
বর্তমান শ্রেয় হোক অতীতের চেয়ে  
তখন সময় হলো  
অতীত থেকে শেখার

যখন তুমি চাও  
ভবিষ্যৎ আরো ভালো হোক বর্তমানের চেয়ে  
তখন সময় হলো  
ভবিষ্যৎ নির্মাণে সাহায্য করার

যখন তুমি উদ্দেশ্য নিয়ে  
বাঁচো এবং কাজ করো

# এবং আজকের দিনে যা শুরুত্বপূর্ণ তার প্রতি সাড়া দাও

তুমি আরো সক্ষম হয়ে ওঠো  
পরিচালনা করতে, ম্যানেজ করতে, সহায়তা  
করতে, বন্ধুত্ব করতে, এবং ভালোবাসতে

যুবক এখন উপলক্ষি করল তাকে ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে হবে তার  
বহুদিনের বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শককে ছাড়াই।

যুবক ভাবল সত্যিই কি সে যথেষ্ট জানে।

তারপর হাসল। সে জানে বৃদ্ধ এ প্রসঙ্গে কী বলতেন:

তিনি জানতেন যথেষ্ট। তাঁর ছিল যথেষ্ট। তিনি ছিলেন যথেষ্ট। আজও!

কেউ কেউ সেই বিশেষ উপহার গ্রহণ করত অল্পবয়সেই। অন্যরা গ্রহণ  
করত মধ্যবয়সে। কেউ কেউ বৃদ্ধ বয়সে। আর, কেউ কেউ কখনই তা পেত  
না।

যুবক দোলনায় দোল খেতে খেতে ফেরৎ এল বর্তমানে।

সে তার উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে। সে আবিষ্কার করেছে সে তা অন্যদের  
সাথে শেয়ার করবে! তখন তার নিজেকে সুখী ও সফল মনে হলো।

সাফল্য কাকে বলে তার উপর চিন্তা করে সে জেনেছে যে এটি নির্ণিত  
জনের কাছে বিভিন্ন রকম।

সাফল্য হতে পারে একটি শান্তিময় জীবন; ভালো চাকরি করা; পরিবার ও  
বন্ধু- বান্ধবদের সাথে আরো বেশি ভালো সময় কাটানো; চুক্ষির পদে নিয়ন্ত্রিত  
পাওয়া; শারীরিকভাবে আরো সবল থাকা; আরো বেশি উপার্জন করা; কিংবা  
কেবল অন্যদের সাহায্য করার জন্য একজন ভালোমানুষ হওয়া।

বৃদ্ধ তাকে যা শিখিয়েছেন এবং সে নিজে যা উপলক্ষি করেছে, তাতে সে  
বুঝতে পারল:

আরো বেশি সফল হওয়া মানে  
তুমি আসলে যা হওয়ার যোগ্য  
বেশি করে তা হওয়া

আমাদের প্রত্যেকেই  
নিজেদের জন্য  
নির্ধারণ করে দিই  
আরো সফল হওয়া মানে কী

যুবক জেনেছে যে, সে এমনসব টুলস সম্পর্কে জেনেছে যার ব্যবহার যে  
কারো কাজ ও জীবনকে প্রতিদিন উন্নত করতে পারে।

এটি এত সরল, সে ভাবল। বর্তমান তাকে সমৃদ্ধ করে, অতীতের শিক্ষা  
তাকে পথ দেখায়, এবং তার নির্ধারিত লক্ষ্য ভবিষ্যতের দিকে চালিত করে।

আর বর্তমানের চাহিদা পূরণ করে সে আরো বেশি কার্যকর ও সফল হতে  
পারে।

সে এখন মনোযোগ দেয় যেসব তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেসব বিষয়ে। যত  
সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ আসত সেগুলি সে দেখতে পেত, সেগুলি সে মোকাবেলা  
করতে পারত। সে তার সহকর্মী, পরিবার ও বন্ধু- বান্ধবদের সমাদরও করতে  
পারত।

সে আরো উপলব্ধি করেছে যে সে মানুষ বিধায় সবসময় বর্তমানে থাকতে  
পারবে না। সময় সময় সে হয়ত অতীত কিংবা ভবিষ্যতে চলে যেতে পারে।

তবে সেরকম ঘটলে সে নিজেকে বর্তমানে ফেরায় কথা স্মরণ করিয়ে  
দিত যেখানে সে আরো বেশি আনন্দ ও সাফল্য পাবে।

সবসময়ই বর্তমান তার জন্য আছে। যখন খুঁকি সে বর্তমানে ফিরে আসার  
মাধ্যমে নিজেকে উপহার দিতে পারে।

সে যা কিছু শিখেছে তার একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করতে চাইল যুবক।

সে এটিকে তার ডেক্সের সামনে রাখবে যাতে প্রতিদিন এসব কথা স্মরণ  
থাকে।

### বিশেষ উপহার

এখনই তোমার কাজ ও জীবনকে উপভোগ করার  
জন্য বর্তমান মুহূর্তকে ব্যবহারের তিনটি পদ্ধতি

### থাকো বর্তমানে

যখনই তুমি আরো সুখী এবং আরো কার্যকর হতে চাও  
মনোযোগ দাও এই মুহূর্তের সঠিক কাজে  
আজকের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করো

### অতীত থেকে শেখো

অতীতের চেয়ে বর্তমানকে ভালো করতে চাইলে  
অতীতে কী ঘটেছিল তার দিকে তাকাও  
সেখান থেকে মূল্যবান কিছু শেখো  
আজকে কাজটি করো ভিন্নভাবে

### ভবিষ্যৎ নির্মাণে সাহায্য করো

বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎকে ভালো দেখতে চাইলে  
সুন্দর ভবিষ্যৎ কেমন দেখাবে তা কল্পনা করো  
সেটিকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য  
একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা করো

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আজকেই কিছু করো

### উপলক্ষ করো তোমার উদ্দেশ্যকে

## তোমার কাজ ও জীবনকে কীভাবে তাৎপর্যময় করতে পারো সেই উপায় খোঁজো

এর পরের বছর যুবক যা শিখেছে তাই বারবার প্রয়োগ করল।

সে দেখল সবসময় সে নিজেকে বর্তমানে ধরে রাখতে পারছে না, তবে বারবার সাফল্য ও সুখের জন্য বর্তমানে থাকার ফলে সে সহজেই যেকোনো সময় বর্তমানে ফেরৎ আসতে পারছে। বর্তমানে থাকা তার জন্য অভ্যসে পরিণত হয়েছে।

চলার পথে বিভিন্ন সময় যেসব সমস্যা সে মোকাবিলা করত সেখান থেকেও সে অনেক কিছু শিখেছে। কিন্তু বর্তমানকে ব্যবহারের এই নীতি তাকে দিনকে দিন আরো ভালো করে তুলেছে।

সে অনেক প্রমোশন পেয়েছে এর মধ্যে।

একসময় সে তার কোম্পানির প্রধান হয়েছে, যাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, যার প্রশংসা করে।

তার সংস্পর্শে আসা মানুষজন নিজেকে আরো উজ্জীবিত মনে করে। তার উপস্থিতিতে অন্যরা ভালো বোধ করে।

সে বেশিরভাগ মানুষের চেয়ে মনোযোগসহকারে অন্যদের কথা শোনে, তাদের সমস্যা আন্দাজ করতে পারে, সমাধান করেও দিতে পারে। অন্য সবার আগে সে সমাধান খুঁজে পায়।

তার ব্যক্তিগত জীবনে সে একটি ভালোবাসার সংস্কার গড়ে তুলেছে। তার স্ত্রী ও সন্তানরা তাকে ভালোবাসে, সেও তাদেরকে ভালোবাসে।

এরকম বিভিন্নভাবে সে পরিণত হয়েছে সেই বৃদ্ধে যার প্রশংসা করত সে।

বর্তমানের এই ব্যবহার সম্পর্কে যা কিছু শিখেছে তা অন্যদের সাথে শেয়ার করতে সে খুবই পছন্দ করত।

সে জানত অনেকেই এই গল্পের প্রশংসা করেছে, অনেকে এখান থেকে শিখেছে, আবার কেউ কেউ এখান থেকে কিছুই নেয়নি।

সে উপলক্ষি করেছে, কে শিখবে আর শিখবে না সেটি তাদের ব্যাপার। যে শিখবে সে উপকৃত হবে, যে শিখবে না সে কিছুই পাবে না এখান থেকে।

~~~

একদিন সকালে তার অফিসে একদল কর্মী উপস্থিত হলো। অফিসে যোগ দেয়া নৃতন কর্মীদের সে ব্যক্তিগতভাবে স্বাগত জানাত।

এক নারী কর্মী ‘বিশেষ উপহার’ শিরোনামে টাঙানো ফ্রেমবন্দি কার্ডটির দিকে আঙুল তুলে জানতে চাইল, ‘আমি কি জানতে পারি আপনি এটি ডেক্সের সামনে রেখেছেন কেন?’

‘অবশ্যই,’ বলল সে।

‘এই কার্ডে যা আছে তা এক চমৎকার মানুষের কাছ থেকে শোনা এক চমৎকার গল্পের সারমর্ম। কেমন করে আপনি কাজ ও জীবনকে উপভোগ করবেন সে সম্পর্কে এটি। এটি আপনাকে আজকের দিনে আরো সুখী, আরো কার্যকর ও আরো সফল হতে সাহায্য করবে। যখন আপনি এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন, তখন এটি আপনার জীবনের উদ্দেশ্য উপলক্ষি করতেও সাহায্য করবে।

‘আমি এটি ব্যবহার করে অনেক উপকার পেয়েছি। তাই আমি এটি আমার সামনে রাখি যাতে এর কথা সবসময় মনে থাকে, আমি যেন ঠিকভাবে কাজ করতে পারি।’

দলটির অনেকেই এবার কার্ডটির দিকে তাকাল।

‘আমি কি এটি দেখতে পারি?’ জানতে চাইল সেই নারী কর্মী।

‘অবশ্যই।’

সে তার কার্ডটি সেই নারীর হাতে দিল।

নারী কর্মী সেটি মনোযোগসহ পড়ল এবং অন্যদের দিল পড়তে।

কার্ডটি পড়ার সেই নারী কর্মী বলল, ‘এটি দেখে মনে হচ্ছে আমি শ্রেণী যে পরিস্থিতিতে আছি তাতে এটি কাজে লাগবে।’

ফ্রেমবন্দি কার্ডটি ফেরৎ দেয়ার পর সেই নারী কর্মী বলল, ‘আমরা কি সেই গল্পটি শুনতে পারি?’

গল্পটি শোনার জন্য পুরো দলটি কনফারেন্স টেবিল ঘিরে বসল। গল্পটি শোনার পর তারা বেশ আগ্রহ নিয়ে আলোচনা কর্তৃল কে কীভাবে এটির শিক্ষা ব্যবহার করতে পারে। বর্তমানকে তারা কীভাবে তাদের কাজে ও

জীবনে ব্যবহার করতে পারে সে ব্যাপারে বিভিন্নজন আলোচনা করল। যাবার আগে, প্রত্যেকেই সেই কার্ডের একটি করে কপি নিয়ে গেল।

পরের কয়েক মাসে যুবক লক্ষ্য করল যে নৃতন অনেক কর্মীই বর্তমানকে কাজে লাগাচ্ছে। যারা এটি করছে তারা উন্নতি করছে। আবার অনেকেই এটির ব্যাপারে সন্দিহান, তারা কার্ডটিকে একপাশে ফেলে রেখেছে।

কিছুদিন পর একদিন সেই নারী কর্মী তার অফিসে আসল।

সে ইতোমধ্যে বাড়তি কিছু দায়িত্ব নিয়েছে এবং তার কাজ ঠিকমতেই করে যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে সে তার কাজে সত্যিই সফল হবে। ‘আমি এলাম সেই গল্পটির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে,’ বলল সেই নারী কর্মী। ‘আমি আমার কার্ডটি আমার পাশেই রাখি, আর প্রায়ই এটি দেখে নিজেকে সুরণ করিয়ে দিই। এটি সত্যিই অমূল্য।’

তারপর সে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

আরো কিছুদিনের মধ্যে সেই নারী তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের সাথে শেয়ার করল।

যারা শুনল তাদের অনেকেই সম্মন্দি অর্জন করল, তাদের সংস্থাও লাভবান হলো।

যুবক খোঝাল করে দেখল যে সে বৃক্ষের কাছ থেকে যা শিখেছে তা পরের প্রজন্মেরও কাজে লাগছে। এটি দেখে সে বেশ খুশি হলো।

~~~

কয়েক দশক পর সেই যুবক এখন আরো সুস্থি, সম্মন্দি এবং শ্রদ্ধাভাজন। সে এখন পরিণত হয়েছে বৃক্ষে।

তার সন্তানরা বড় হয়েছে, তাদের নিজের পরিবার আছে। তার স্ত্রী শ্রী শ্রুতি তার সবচেয়ে সেরা বন্ধু এবং সবচেয়ে কাছের জন।

যদিও সে ব্যবসা থেকে অবসর নিয়েছে তারপরও বর্তমানে আকায় তার মধ্যে প্রাণশক্তি রয়েছে। সে এবং তার স্ত্রী কম্যুনিটিতে ফল্যাণমূলক কাজ করে সময় কাটাচ্ছে।

একদিন এক দম্পতি তাদের সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সাথে একটি ফুটফুটে মেয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই পরিবার তাদের সাথে দেখা করতে এল।

সেই ছোট মেয়েটা ‘বুড়ো’র কথা শুনছিল। তার সঙ্গ মেয়েটি পছন্দ করছিল। সে মনে হয় এই বুড়োর মাঝে বিশেষ কিছু খুঁজে পেয়েছে, যদিও সে জানত না কী সেটা। তাকে দেখে বেশ খুশি মনে হচ্ছে, তাকে দেখে নিজেকেও সুখী মনে হচ্ছে।

‘কী তাকে এমন বিশিষ্ট করে তুলেছে?’ মেয়েটি ভাবল। ‘এমন বৃদ্ধ বয়সেও সে এমন সুখী হয় কীভাবে?’

একদিন মেয়েটি সেই লোককে জিজ্ঞেস করল। বৃদ্ধ মানুষ হাসল। এরপর সে সেই বিশেষ উপহারের গল্প বলল।

মেয়েটি এটি শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

সে দৌড়ে খেলতে চলে গেল। বৃদ্ধ শুনল মেয়েটি চিৎকার করে বলছে, ‘আহা! আমাকেও হয়ত কেউ একদিন দেবে সেই বিশেষ উপহারা।’

## গল্পের পর

বিল গল্পটি শেষ করতেই লিজ হাসল এবং বলল, ‘আমার দরকার ছিল এটি।’

কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থাকল লিজ, গল্পটি সম্পর্কে ভাবল।

তারপর বলল, ‘তুমি হয়ত লক্ষ্য করেছ, আমি অনেক নোট নিছিলাম। অবশ্যই এ বিষয়ে অনেক কিছু ভাবার আছে।’

‘এ মুহূর্তে যা ঘটছে তাতে মনোসংযোগ করা এবং আজই ফসল ঘরে তোলার ধারণাটি আমি পছন্দ করেছি।

‘আমি সবসময় ভেবে এসেছি সাফল্য হলো শেষ ফসল ঘরে<sup>তে</sup>তোলা। কিন্তু এখন দেখলাম যে প্রতিদিন কিছু না কিছু করে সাফল্যের দ্রুতি<sup>ক</sup> অগ্রসর হওয়া এবং প্রতিদিন কিছু অর্জন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজকে গুরুত্ব দেয়া এবং একেকটি দিন করে অগ্রসর হওয়া অনেক কাজের হবে। সবকিছু একসাথে ঘটতে হবে তা নয়। এবং এটিই সবকিছুকে সহজ করে দেয়।’

সবশেষে সে বলল, ‘গল্পটি শেয়ার করার জন্য অনেক ধন্যবাদ, বিল।’

এরপর সে বলল, ‘আমি এটি ব্যবহারের চেষ্টা করতে যাচ্ছি, দেখতে চাই আমার ক্ষেত্রে কী ঘটে। সেটি করার পর আমরা কি আবার দেখা করতে পারিন?’

বিল রাজি হলো, ‘অবশ্যই।’

‘অনেকদিন পর তোমাকে দেখে ভালো লাগল,’ বলল লিজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বিদায় নিল।

লিজ চলে যাওয়ার পর বিল ভাবল তার বন্ধু লিজ আসলে এই গল্প থেকে কী নিল।

তাকে অপেক্ষা করতে হবে সেটি দেখার জন্য।

~~~

একদিন সকালে অফিসে সান্তাহিক টিম মিটিঙ্গের পর তার ভয়েস মেইলে বিল একটা মেসেজ পেল। সেটা এসেছে লিজের কাছ থেকে।

‘বিল, শীঘ্রই কয়েকদিনের মধ্যে লাঞ্ছের জন্য তুমি কি ফ্রি আছো?’

কয়েকদিন পর বিল সেই রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করে দেখল লিজ সেখানে হাজির হয়েছে আগেই। তাকে দেখে ক্লান্ত মনে হচ্ছে না, উদ্ধিষ্ঠিত লাগছে না। বরং তার বিপরীত। বিল বলল, ‘তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে, লিজ। ব্যাপার কি?’

লিজ হাসল, ‘তোমার মনে আছে যে গল্পটা আমাকে বলেছিলে? বিশেষ উপহার - বর্তমানে বাঁচা?’

সে মাথা নাড়ুল, ‘অবশ্যই আমার মনে আছে।’

‘ঠিক আছে, তারপর থেকে অনেক কিছুই ঘটেছে। আর আমি স্নেহের তোমাকে না বলে থাকতে পারছি না।

‘আমাদের সেই লাঞ্ছ মিটিঙ্গের পর আমি দেখলাম আমরা যদ্যপি একসাথে কাজ করতাম তার চেয়ে তুমি অনেক বদলে গেছে। আর বদলানোটা অবশ্যই ইতিবাচকভাবে!

‘তাই, আমার কিছু সন্দেহ থাকলেও আমি সেক্ষেক্ষণ্যে সম্পর্কে ভাবতে শুরু করলাম কারণ সেটি নিশ্চিতভাবে তোমার জন্য কাজ করেছে।

‘আমার কাজ ও জীবনকে আরো উপভোগ করার ধারনাটি আমি সত্যিই খুব পছন্দ করি।

‘কয়েকদিন পর কাজের সময় আমি এই গল্পটা সম্পর্কে আবার ভাবতে শুরু করি।

‘আমি বসের সাথে কাজ করতে গিয়ে বেশ মানসিক চাপ বোধ করছিলাম। আমি দিনরাত খাটছিলাম এবং ক্লান্ত বোধ করছিলাম, আর আমার বস আমাদের মার্কেটিং পরিকল্পনায় বারবার পরিবর্তন আনতে বলছিল। সেসব পরিবর্তনের দরকার ছিল বলে আমার মনে হচ্ছিল না। আর আমাদের হাতে কাজের পরিমাণ বিবেচনা করে আমি তার কথা বিবেচনা করিনি, বরং আমাদের বেশি কাজ করতে বলায় আক্ষেপ করেছি।

‘আমার বস ক্রমাগত বলতেই থাকল কীভাবে অর্থনীতি আর বাজার বদলে যাচ্ছে আর আমাদেরকে সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। কিন্তু আমি এসব শুনতে চাইছিলাম না।

‘সেই একই বক্তব্য সে আগেও দিয়েছে। সে বারবার বলছিল একটা নৃতন মার্কেটিং পরিকল্পনা অনেকদিন আগেই করা দরকার ছিল। কিন্তু এবার সে বলেই ফেলল যে আমি এখনও আমার পুরনো সাফল্যের উপর ভর করে টিকে আছি। আমি নাকি এখনও অতীতেই বাস করছি।

‘এটি শোনার পর আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল সে যা বলছে তার কিছুই কানে না ঢোকানো, কারণ আমি জানি আমার আরো কত কাজ আছে।

‘কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল গল্পের মধ্যে যেখানে বৃদ্ধ বলছেন, ‘তুমি অতীত থেকে শিখতে পারো, কিন্তু অতীতে বাস করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।’ আমি ভাবতে লাগলাম সতিয়ই আমি অতীতে বাস করছি কি না।

‘আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আমার মধ্যে অনেক উদ্বেগ কাজ করত - আমি নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য অপ্রস্তুত অনুভব করতাম।’

লিজ হাসল এবং বলল, ‘আমার মনে হলো আমি সবখানেই আমার স্থিয় ব্যয় করছি কেবল বর্তমানে ছাড়া!

‘যাই হোক, আমি সেই গল্প সম্পর্কে ভাবলাম, বিশেষ করে উদ্বেশ্য অংশ।’

‘কোন অংশটা?’ জানতে চাইল বিল।

‘যেখানে সেই যুবক উপলক্ষ্মি করল যে বর্তমানে আমি মানে এই মুহূর্তে নিজের উদ্বেশ্য সম্পর্কে সজাগ হওয়া এবং সে অঙ্গুসারে কাজ করা।’

‘আমি প্রথমে এটি বুঝতে পারিনি। কিন্তু একটু পরপর থেমে নিজেকে একটি প্রশ্ন করে আমি সেটি বুঝতে পারলাম, ‘এই মুহূর্তে আমার উদ্দেশ্য কী? আর সেটি অর্জনের জন্য আমি কী করছি?’’

‘তখনই আমি পেছনে ফিরে গেলাম এবং আমার নেয়া নেটগুলিতে নজর বুলালাম, সেগুলি দেখার পর আমি সেগুলি নৃত্ন করে লিখলাম যাতে আমার কাছে বোধগম্য হয়। সেগুলি নিয়ে কীভাবে কাজ করতে পারি তাও ভাবলাম। তারপর সেগুলি অনুসরণের চেষ্টা করলাম।

‘প্রথমটা ছিল বাসায়, যখন আমি কাজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। প্রায়ই আমি নাস্তার সময় ‘শুব ব্যস্ত’ থাকতাম, এমন সময়ে আমার ছোট ছেলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

‘কিন্তু আমি বর্তমানে মনোযোগ দিলাম এবং উপলক্ষি করলাম যে এই মুহূর্তে আমার উদ্দেশ্য হলো একজন ভালো মা হওয়া। আমি আমার ছেলের প্রতি মনোযোগ দিলাম, সে যা চাচ্ছিল তা দিলাম তার সাথে বর্তমানে থাকলাম। আমি শুনলাম তার কাছে ওই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ কী ছিল। এটি আমাকে ও আমার ছেলে উভয়কে খুশি করল। আমি এই বর্তমানকে উপভোগ করলাম।

‘ভাবতেই অবাক লাগে বর্তমানে থাকার জন্য কত কম প্রচেষ্টাই না যথেষ্ট, আর এটা সেই দিনে কী বিশাল পরিবর্তনই না আনতে পারে।’

বিল হাসল, আর লিজ বলল, ‘এই গল্পের বিশাল প্রভাব সম্পর্কে আমি সত্যিই অবাক হচ্ছি। এই প্রভাব যে কেবল আমার উপর তা নয়, যাকে বলেছি তার ওপরও লক্ষ্য করেছি।’

‘অন্যদেরও বলেছ?’ বিল জিজ্ঞেস করল।

‘বলছি। যেমন একদিন আমাদের এক তারকা বিক্রয়কর্মীকে বেশ বিমর্শ বোধ হচ্ছিল। তাই আমি তাকে একসাথে কফি খাওয়ার প্রস্তাব দিলাম।

‘যখন আমি তার কাছে জানতে চাইলাম সমস্যা কোথায়, সে জানুলাল যে সে এখন যে কমিশন পায় তা গত বছর যা পেত তার অর্ধেক। আছে তাকে জিজ্ঞেস করলাম কেন এটি ঘটছে। সে জানুল যে বাজার দুর্দশা একদম বাজে, এখন কোনো বিক্রিই করা যাচ্ছে না।

‘তারপর সে বেশ আবেগী হয়ে উঠল। সে আমাকে ধরে বলল, ‘আমার বস মনে করছে আমি আর আগের মতো বিক্রি করুন্তে পারছি না কারণ আমি আমার কাজে ঢিলেমি করছি। আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি এই

কোম্পানিকে অনেক টাকা কামাতে সাহায্য করেছি গত বছর। সেটি কি কোনো বিবেচনায় আসবে না?””

লিজ বলল, ‘তখন আমি তাকে সেই গল্পটি বললাম। সেটি বলার তিন সপ্তাহ মতো হবে। তখন একদিন সে আমার ডেক্সের সামনে এসে দাঁড়াল, মুখে বিশাল হাসি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী ব্যাপার, হাসছ কেন?’”

“‘আমি এক বিশাল বিক্রির কাজ সেরেছি!’ বলে উঠল সে। আমরা কিছুক্ষণ কথা বললাম। সে জানাল যে সে এখন অনেক ভালো করছে কারণ সে শিখেছে কীভাবে অতীতকে ভুলে গিয়ে বেশি করে বর্তমানে বাঁচতে হয়।

“সে বলল যে যখনই তার মনে পড়ত আগে সে কত কামাই করত আর এখন কত কম করছে তখনই তার মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। আর তার ক্রেতারা সেটা বুঝতে পারত।

“এখন যখনই আমি আমার ক্রেতাদের মধ্যে নেতৃত্বাচক দৃষ্টি দেখতে পাই তখনই আমার মনের চিন্তা সম্পর্কে আমি সতর্ক হয়ে যাই - বিশেষ করে যখন চিন্তাটা হয় এবছর একটা কিছু বিক্রি করা গত বছরের তুলনায় কত কঠিন হয়েছে।

“এরপর আমি নিজেকে প্রশ্ন করি এই মুহূর্তে আমার উদ্দেশ্য কী আমার উদ্দেশ্য কি আমার বিক্রির কোটা পূরণ করা নাকি আমার ক্রেতাদের প্রয়োজন মেটানো?

“বেশিরভাগ সময়ই আমি উপলব্ধি করতে পারি যে আমার উদ্বেগ আমার দুশ্চিন্তা নিয়ে ক্রেতাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি উপলব্ধি করলাম যে আমি তখনই কার্যকর যখন আমি মনে করি যে আমার উদ্দেশ্য হলো ক্রেতার প্রয়োজন মেটানো, এই মুহূর্তে - আর কিছু নেই। এবং আমি যখন সেটি করি অবাক করে দিয়ে তখন বিক্রি বেড়ে যায়।””

লিজ বলে চলল, “সে শিখেছে যে তাকে কেবল আজকের জন্য প্রয়োজনীয় কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে হবে। কেবল সেটির পরই তার নিয়ন্ত্রণ আছে।

“সে বলেছে এটা আশ্চর্যজনকভাবে তার কাজকে প্রতিফলিত সাহায্য করে চলেছে।

“আর, সে বলেছে যখনই সে এটি বুঝতে পেরেছে তখন থেকেই তার মানসিক চাপও উধাও হয়েছে। এরপর সে জেনেছে যে সে তার কাজকে আবার উপভোগ করছে।

“সে আসলে এই গল্প থেকে বেশ কিছু উদ্ভৃতি লিখে রেখেছে - যেভাবে সে মনে রাখতে পারে এবং সেগুলিকে তার অফিসের দেয়ালে সেঁটে রেখেছে! আমি দেখেছি!”

বিল তার বন্ধুর দিকে তাকাল এবং হাসল। “খুবই চমৎকার,” বলল সে। “এই বিশেষ উপহার সম্পর্কে তুমি কি আর কাউকে কিছু বলেছ?”

‘সত্যি বলতে কি আমি বলেছি?’ বলল লিজ।

‘আমার বেশট ফ্রেন্ড বেশ সমস্যায় পড়েছে, তার স্বামীর সাথে ডিভোর্স হয়েছে। এর ফলে সে আঘাত পেয়েছে, রেগে আছে। আর এটি তার কাজে বিনোদন প্রভাব ফেলছে। কয়েকটি কাজেই সে বেশ বিলম্ব করেছে, আর সে বেশ কয়েকদিন অসুস্থ্তাজনিত ছুটি নিয়েছে। এসব দেখে তার বস তার উপর খুব বিরক্ত।

‘একদিন সন্ধিয়ায় আমি তার বাসায় গেলাম। আমরা বেশ কিছুক্ষণ কথা বললাম। একসময় আমি ওই গল্পটাও বললাম।

‘কয়েকদিন পর আমার সেই বন্ধু এসে আমার ডেঙ্কের উপর একটি মাটির ব্যাঙ্ক রাখল। সে বলল যখনই যে বর্তমানে না থেকে তার প্রাক্তন স্বামীর উপর রেগে যাবে, তার ডিভোর্সের কথা মনে করবে, তখনই সে এসে এই ব্যাঙ্কে এক ডলার রেখে যাবে।

‘সে আরো বলল যে যখন সে ডলার রাখা বন্ধ করবে তখন আমরা একসাথে ডিনারে যাব। সে হাসল; সে নিশ্চিত ছিল যে আমাদের দুজনের ডিনারের জন্য পর্যাপ্ত ডলার জমবে সেই ব্যাঙ্কে।

‘প্রথম কয়েক সপ্তাহ সে প্রায় প্রতিদিন একবার দুবার আসত এবং কখনো এক ডলার কখনো দুই বা তিন ডলার সেই ব্যাঙ্কে রাখত। যখনই তার সেই ডিভোর্সের কথা মনে পড়ত এবং প্রাক্তন স্বামীর উপর রঞ্জি হতো তখনকার প্রত্যেকবারের জন্যই সে এটি করত। তার মনের ঘাঁট্য যে যুদ্ধ চলছে অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানে বাঁচার তাই দেখতে পেতাম জমানো ডলারে। তারপর একসময় ডলারের পরিমাণ কমতে থাকল। আর এই সপ্তাহে, আশ্চর্য করে দিয়ে, সেই ব্যাঙ্কে একটি ডলার জমেনি।’

‘সেদিন সে আমাকে বলেছে অতীতে ঝঁপ করার জন্য, অতীতের কোনো কাজের জন্য ক্ষেত্র পুষে রাখার জন্য কত অর্থ ও সময় ব্যয় হচ্ছে তা যখন সে দেখতে পেল কেবল তখনই সে বুবাল নিজের প্রতি কতটা জুলুমই না সে করছে।

“সে কাজে মনোযোগ দিতে পারছিল না, তার অভিযোগ শুনে তার বন্ধুরা বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল, আর তার প্রাণশক্তি ও তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল।

‘তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার উদ্দেশ্যই হলো এরকম আঘাতপ্রাপ্ত ও রাগান্বিত হয়ে থাকা; সেটি ভুলে যাওয়া এবং নিজের জীবনকে আরো ভালো করে তোলা না।

‘তারপর সে জানাল সে যতই অতীত থেকে শিখেছে এবং সেই অতীতের ঘটনা ভুলে গেছে ততই কাজে তার মনোযোগ বেড়েছে এবং বর্তমানকে উপভোগ করতে পেরেছে।

‘সে বলেছে সে যা সবচেয়ে ভালো মনে করেছে তাহলো সে এখন বর্তমানে তার যা আছে তার সমাদর করতে পারে, যত ক্ষুদ্র কিছুই থাক না কেন তার, এবং ভবিষ্যৎ কেমন হবে সেটি কল্পনায় দেখতে পারে।

‘সে তার নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাণও করছে।

‘দিনের শেষে সে সাধারণত ক্লান্ত ও বদমেজাজী থাকত। কিন্তু এখন সে যখন গাড়ি চালিয়ে বাসায় ফেরে তখনই কল্পনা করে নেয় একটু পরেই বাসায় ফিরে তার ভবিষ্যৎ কেমন হবে।

‘গাড়ি থেকে নেমে তার বাসায় ঢোকার আগেই সে পরিকল্পনা করে পরবর্তী কয়েক ঘন্টা সে কীভাবে কাটাবে। সংবাদ দেখে কিংবা পত্রিকা পড়ে তার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটছে না বরং সে বর্তমানে থেকে পরিবারের সবার সঙ্গ উপভোগ করছে এটি সে কল্পনার চোখে দেখে।

‘সে নিজেকে দেখে বেশ প্রশান্ত ব্যক্তি হিসেবে যে কি না তার বাসা উপভোগ করছে তার পিতা- মাতার সঙ্গ পছন্দ করছে।

‘সে বলেছে এটি সত্যিই তার জন্য কাজ করছে। বাচ্চারা সুখী এবং তারা তাকে এখন বেশি করে সাহায্য করছে। বাসায় সবকিছু কত সুন্দরভাবে হচ্ছে তা দেখে সে নিজেই অবাক।

লিজ বলল, ‘আমার বন্ধু এখন কর্মক্ষেত্রেও আগের ছেঁয়ে অনেক ভালো করছে। অনেকেই সেটা লক্ষ্য করেছে, বিশেষ করে তার স্বামী।

‘আজ সকালে সে আমার অফিসে এসে বলল, ‘আমে হচ্ছে পরের সপ্তাহে আমরা একটা ভালো ডিনারে যাবো - খরচ আমার!’’

বিল বলল, ‘সত্যিই চমৎকার, লিজ।’

‘হ্যাঁ, তাই!’ বলল লিজ।

এরপর সে যোগ করল, ‘আমি আমার স্বামীকে বলেছি আমার সহকর্মীরা ও আমি কত ভালো করছি এই গল্পের শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে থেকে।

‘আমার স্বামী,’ লিজ বলে চলল, ‘সবসময় উদ্বিগ্ন থাকে আমরা কীভাবে কী করব তা নিয়ে, যেমন আমাদের যমজ দুই সন্তানের পড়শুনার খরচ কীভাবে চালাব, যদিও তাদের বয়স কেবল পাঁচ বছর।

‘সে প্রমোশন পাওয়া এবং আরো বেশি টাকা কামানোর জন্য উদ্গীব যাতে আমরা আরো বড় একটি বাড়ি কিনতে পারি। সে আরো উদ্বিগ্ন যে অবসরে যাওয়ার সময় আমাদের যথেষ্ট টাকাপয়সা থাকবে না।

‘আমাদের পরিবারের জন্য তার দায়িত্বোধ এবং আমাদের জন্য তার যত্নের জন্য আমি তাকে ভালোবাসি। কিন্তু আমি দেখতে পাই এটি তার উপর কতটা চাপ সৃষ্টি করছে, যদিও সে বুঝতে পারছে না।

‘আমি এই গল্পটা তাকে বলতে চেয়েছি কিন্তু এটাও চেয়েছি যে সে শোনার আগ্রহ ব্যক্ত না করা পর্যন্ত বলব না।

‘একদিন সন্ধ্যায় সে আমার কাছে গল্পটা শুনতে চাইল। তাই, আমি একটা গ্লাসে তার প্রিয় ওয়াইন ঢাললাম এবং বসে তাকে পুরো গল্পটা বললাম।

‘সে মনোযোগ দিয়ে শুনছে কি না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। কিন্তু আমি গল্পটি শেষ করলে সে বলে উঠল, ‘আমি এই গল্পের যে অংশটি পছন্দ করছি তা হলো ভবিষ্যৎ নির্মাণে সাহায্য করা।’

‘আমি অবাক হলাম যখন সে বলল, ‘আমি তিনটি ধাপ পছন্দ করছি। সুন্দর ভবিষ্যৎ দেখতে কেমন হবে সেটি কল্পনা করো। একটি পরিকল্পনা তৈরি করো। এবং সেটি বাস্তবায়নের জন্য আজই কিছু করো।’

‘কিছুক্ষণ পর সে বলল, ‘আসো আমরা এই শনিবার সকালে আমাদের আর্থিক ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য ব্যয় করি।’

‘আমি রাজি হলাম এবং বললাম, ‘এরই মধ্যে, আজ থেকে শুরু করে, আমাদের আর্থিক ইতিহাস ও আর যা দরকার তা একত্র কল্পনা করে পারি।’ এটি শুনে সে খুশি হলো।

‘সেই উইকেন্ডে আমাদের ভালো সময় কাটলো আর্থিক বিষয়সমূহ আলোচনা করে, আগে কখনো এমন সময় কাটলোনি। আমরা যে জীবন চাই সেটি কল্পনা করলাম, সেইসাথে এমন কিছু বিষয় মোকাবিলা করলাম যা

এতদিন পাশ কাটিয়ে যেতাম। এমনকি আমরা একটা পরিকল্পনা তৈরিও শুরু করে দিলাম।

“সেই সপ্তাহের শেষ দিকে আমার স্বামী আমার কাছে এসে আমাকে আলিঙ্গন করল। আমি জানতে চাইলাম তার মুড় আজ এত ভালো কেন। সে বলল, ‘আজ আমার খুব ভালো লাগছে।’

“সে বলল, ‘আমি বুঝতে পেরেছি কেন বৃদ্ধ বলেছেন যে যখন তুমি ভবিষ্যৎ নির্মাণে সাহায্য করো তখন ভবিষ্যৎ তোমার কাছে অনেক পরিচিত হয়ে ওঠে এবং তুমি বর্তমানে থেকে অনেক কম উদ্বিগ্ন হও।

‘আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে এত বেশি উদ্বিগ্ন থাকতাম যে আজ আমার যা আছে তাও উপভোগ করতে সক্ষম হইনি!'

‘আমি আরো বেশি টাকা কামানোর জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমি যদি বছরে আরো কয়েক মিলিয়ন ডলার কামাই তারপরও এমন কিছু রয়ে যাবে যা আমাদের ধরাছেঁয়ার বাইরে।

“সে জানাল যে সে আসলে আমাদের ‘আর্থিক ভবিষ্যৎ’ নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করছিল এবং তা আমাদের বর্তমান পরিবারকে উপভোগ করতে দিচ্ছিল না। আর সে কেনইবা এত পরিশ্রম করছে তাই সে ভুলে গেছে।

“সে এমনভাবে কাজ করছিল যে মনে হবে যে তার যে টাকাপয়সা আছে তা দিয়ে পরিবারকে ভালোবাসা ও লালনপালনের চেয়ে বরং টাকা কামানোই তার উদ্দেশ্য।

“সে বলল, ‘আমি বুঝতে পারছি প্রতিটি দিন যেভাবে আসে আমাকে সেভাবেই তাকে গ্রহণ করতে হবে এবং সেটিকে পূর্ণরূপে যাপন করতে হবে, ভবিষ্যৎ কেমন হবে সেটি নিয়ে দুশ্চিন্তা না করেই। যতক্ষণ অম্যাদ্যের সন্তানরা তোমাকে আর আমাকে একসাথে সুখী দেখতে পাবে ততক্ষণ তারাও সুখী বোধ করবে আমরা যে বাসাতেই থাকি না কেন অঙ্গে যে গাড়িই চালাই না কেন।

“‘ভবিষ্যৎ নির্মাণে সাহায্য করা, যা আমরা গত সপ্তাহে শুরু করেছি, গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমাদের কখনোই ভবিষ্যতে বাস্তুকরা ঠিক হবে না। আমি এখন পার্থক্যটা বুঝতে পারছি।’”

লিজ কিছুক্ষণের জন্য নীরব থাকল, সন্তুষ্ট তার স্বামীর সাথে তার অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করছিল।

বিল হাসল। তারপর জিজ্ঞেস করল, “এই একই রকমের চিন্তা প্রয়োগ করে তুমি কি তোমার কর্মক্ষেত্রেও সফল হয়েছ?”

“হ্যাঁ,” বলল লিজ। “আমরা সম্প্রতি একটি রিপোর্ট পেয়েছি যাতে দেখা যাচ্ছিল আমাদের কোম্পানির একটি বিভাগ বিক্রি হারাচ্ছে, অর্থাৎ এই বিভাগেই ছিল আমাদের বেশিরভাগ লাভজনক পণ্যসমূহ।

“গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে বাজেট হ্রাস পাবে এবং কর্মচারী ছাঁটাই হবে, যেমনটা এই গল্পে ছিল।

“এটি আমাদেরকে অনেক উদ্বিগ্ন করে তুলল। আমাদের অনেক বন্ধুকে হারানোর শঙ্খা দেখা দিল। এমনকি আমাদের কেউ কেউ চাকরি হারাতে পারি বলেও মনে হলো। আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম এ বিষয়ে আমি কী করতে পারি। আমি উপলক্ষ্মি করলাম যে আমাদের দরকার নৃতন ও ভালো পণ্য তৈরি করা।

‘আমি সবার কাছে একটি মেমো পাঠিয়ে আমাদের নৃতন পণ্য দিয়ে কীভাবে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ গড়তে পারি সে বিষয়ে সবার পরামর্শ চাইলাম। এরপর আমরা এটি নিয়ে দুই ঘণ্টার মিটিংগুলি আলোচনা করলাম।

‘মিটিংগুলি সবাই প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছিল। যত সময়ের মধ্যে শেষ হবে মনে করেছিলাম মিটিং শেষ হতে তার চেয়ে বেশি সময় লাগল। কিন্তু দুপুরের আগেই আমরা কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম।

‘বিকেলের মধ্যে সবাই সেসব পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসল।

‘আমি দেখতে পেলাম যে একসাথে অনেককে নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে সাহায্য করায় দ্রুতই আমরা যা চেয়েছিলাম তা পেতে শুরু করুন্তাম। তারপর আমি কোম্পানির বর্তমান প্রয়োজনের উপর মনোযোগ দেয়ার সময় পেলাম।

‘দিনের শেষে আমি আমার কন্যার সামার লিঙ সকার গেম দেখতে গেলাম। আর আমি যখন সেখানে ছিলাম আমি মনোযোগ দিলাম বর্তমানে, তার উপর, আমাদের ভবিষ্যৎ পণ্যসমূহের চিন্তা বাস্তবে দিয়ে। সে বিষয়ে আমি আবার ফিরে যেতে পারব আগামীকাল।

‘আর গেম শেষ হলে আমি তার সাথে থাকতে পারলাম পুরোটাই বর্তমানে মনোযোগ দিয়ে, যা আমি আগে কখনো করতে পারিনি।

‘আমি উপলব্ধি করলাম যে এই মুহূর্তে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ তা সবসময়ই পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হলো কাজের ক্ষেত্রে অবদান রাখা এবং একজন ভালো স্ত্রী ও মা হওয়ার মধ্যে সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করা। এর ফলে আমার সব কাজ ভিন্নরকম তাৎপর্য পেল।

‘আমি দেখতে পেলাম যে এই মুহূর্তে আমার হাতে যে কাজ আছে আমি যদি তাতেই পূর্ণ মনোযোগ দেই তাহলে আমি অনেক ভালো করি।

‘আর কেবল আমিই তা করছি তা নয়। আমার কর্মক্ষেত্রে অনেকেই এবং আমার পরিবারের অনেকেই এটি করতে শিখেছে এবং তারা ভালো করছে।’

বিল জিঞ্জেস করল, ‘তুমি কি তোমার নোটগুলি তাদের সাথে শেয়ার করেছ?’

‘সত্য বলতে কি আমি তা করেছি?’ বলল লিজ। আমি আমার নোটকে আরেকটু বিস্তৃত করেছি, তারপর যতটুকু মনে করতে পেরেছি আমি সেই গল্প পুরোটা লিখেছি এবং বেশ কয়েকজনের সাথে শেয়ার করেছি।

‘আমি স্বীকার করব যে যারা সেটি পড়েছে কিংবা শুনেছে তাদের সবাই সেটি থেকে উপকৃত হয়নি। আমার কর্মক্ষেত্রেই বেশ কয়েকজন আছে যারা এটি থেকে কিছুই শেখেনি।

‘কিন্তু যারা এটি বুঝতে পেরেছে তারা অনেক ভালো করছে এবং তারা আমাদের কোম্পানিকে আরো ভালো কর্মক্ষেত্রে পরিণত করছে।’

লিজ বলল, ‘তুমি একদিন আসতে পারো আমাদের অফিসে, নিজের চোখেই দেখতে পাবে পরিবর্তন।’

বিল বলল যে লিজ যা লিখেছে সেটি পড়া সে উপভোগ করবে এবং শীঘ্রই একদিন তার অফিসে আসার ব্যবস্থা করবে।

তখন লিজ তার ঘড়ি দেখল এবং বুঝতে পারল যে এখন আর্কে যেতে হবে। সে খাবারের বিল পরিশোধ করল এবং বলল, ‘বিল, এই গল্পটির জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এটা সত্যিই আমার কাজ স্কোজীবনকে আরো বেশি উপভোগ করতে সাহায্য করেছে।’

‘ইউ আর ওয়েলকাম, লিজ,’ বলল বিল। ‘আমি খুশি যে তুমি এই গল্পটিকে এভাবে কাজে লাগিয়েছ।

“আরো খুশি এজন্য যে তুমি বুঝতে পেরেছ যত মানুষ বেশি সময় বর্তমানে বাস ও কাজ করবে, ততই তারা, তাদের পরিবার ও তাদের সংস্থা উপকৃত হবে। আর তুমি নিজেই তা করে দেখিয়েছ।”

“ঠিক আছে,” বলল লিজ, “এটি সত্যিই অনুপ্রেরণা ও বাস্তবায়নযোগ্য একটা মহান নীলনকশা।

“আজকের দিনটিতে বর্তমানে থেকে তুমি একদিন একদিন করে সুখী ও সফল হতে পারো যা একসময় অভ্যেসে পরিণত হবে।

“নিশ্চিতভাবেই আমি এটি আমার সংস্থায় ব্যবহার করতে যাচ্ছি। তুমি যদি এমন কিছু পাও যা সত্যিই কাজের, তুমি চাইবে যত কম সময়ে বেশি লোকের সাথে সন্তুষ্ট শেয়ার করতে।”

সে আরো বলল, “যখন মানুষ কাজের ক্ষেত্রে ও বাড়িতে আরো বেশি সুখী ও কার্যকর তখন তা সবার জন্যই মঙ্গলজনক।”

“আমি এই সত্যটি অন্যদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি।”

বিল হাসল এবং বলল, “আমার বন্ধু ‘সংশয়ী’র কী ঘটল?”

লিজও হাসল এবং বলল, “সন্তুষ্ট সে নিজেকে দিয়েছে সেই বিশেষ উপহার— বর্তমানে বাঁচা।”

- স্বামো প্রক্ষ -

# লেখক সম্পর্কে

স্পেন্সার জনসন, এম. ডি., একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বেস্টসেলার লেখক যাঁর বই কোটি মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছে; মানুষকে সাহায্য করেছে জীবনের কিছু সত্য উপলব্ধি করতে এবং জীবনকে সঠিকপথে চালিত করতে। তাঁর বই মানুষকে সাহায্য করেছে দুশ্চিন্তামুক্ত সফল জীবনযাপন করতে।

স্পেন্সার জনসন ওয়ান মিনিট ম্যানেজার নামক বেস্টসেলার সিরিজের স্বচ্ছ এবং সহলেখক। প্রখ্যাত ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট কেনেথ ব্ল্যানচার্ড এর সাথে মিলে লেখা এই সিরিজ বিশ্বব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয় এবং ক্রমাগত তার জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

ড. জনসন অনেকগুলি বেস্টসেলার বই লিখেছেন যার মধ্যে আছে ওয়ান মিনিট ম্যানেজার সিরিজের পাঁচটি বই: ওয়ান মিনিট সেলস পারসন, দ্য ওয়ান মিনিট মাদার, দ্য ওয়ান মিনিট ফাদার, ওয়ান মিনিট ফর ইউরসেলফ, এবং ওয়ান মিনিট টিচার, ইয়েস অর নো। Who Moved My Cheese? তাঁর লেখা আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এছাড়াও শিশুদের জন্য আছে তাঁর ValueTales সিরিজের বইসমূহ।

ড. জনসন ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মনোবিজ্ঞানে বি.এ. ডিগ্রি নেন এবং রয়েল কলেজ অব সার্জনস থেকে এম. ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. স্পেন্সার জনসনের বইসমূহ সারাবিশ্বে একচল্লিশটিরও বেশি ভাষায় পাওয়া যায়।